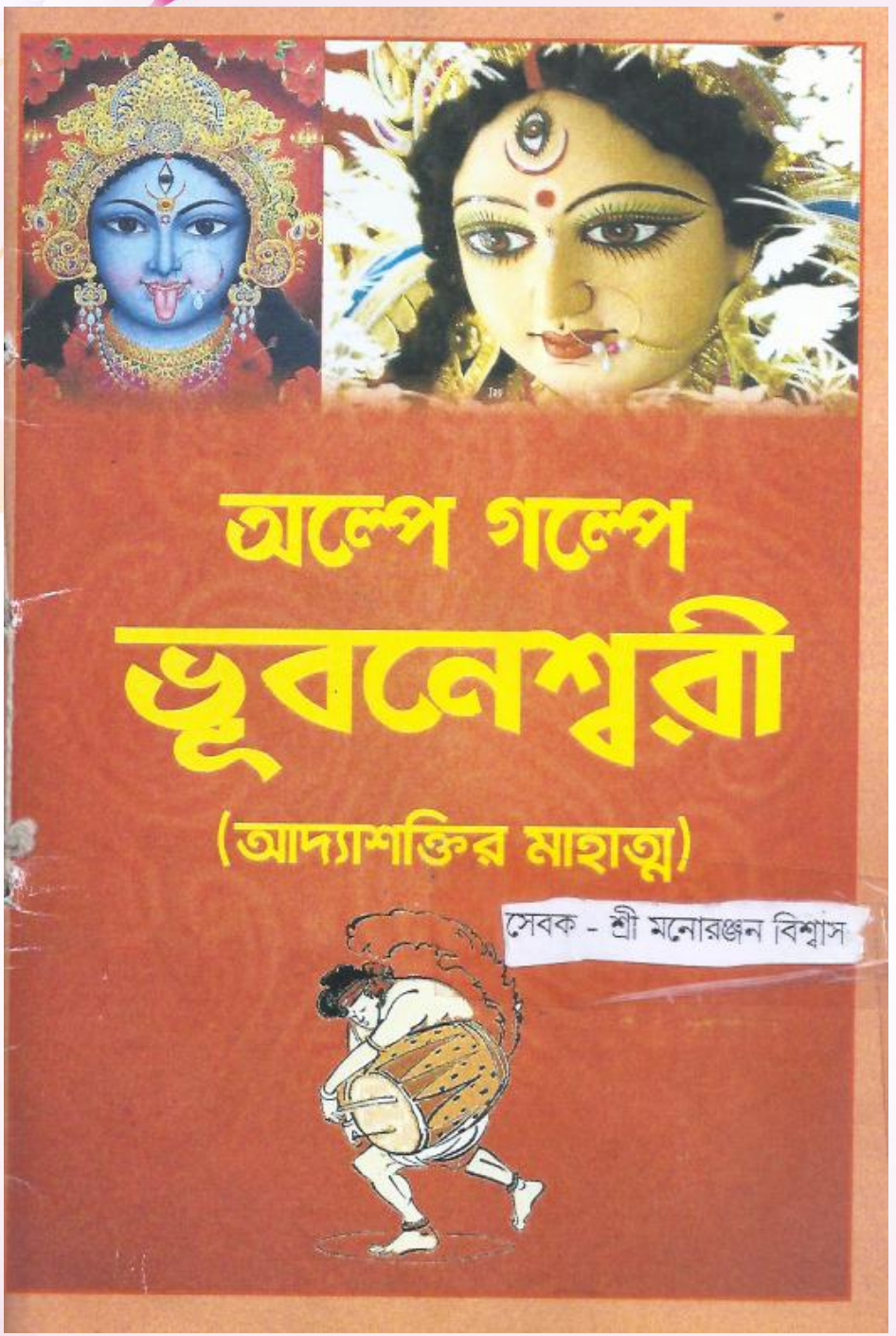

© Copyright Klik Infotech

Alpay Golpay Bhubaneshwari (Adhayashaktir Mahatto)

By : Manoranjan Biswas

Blog URL : www.klikinfotech.com/bhubaneshwari
Library URL : www.klikinfotech.com/manoranjan-biswas

© Copyright Klik Infotech

গুরু বর্গের বন্দনা

সর্ব্বাগ্রে স্বর্গীয় মাতা ও পিতার শ্রীচরন কমল যুগলদ্বয়ে স্মরিয়া / বন্দিয়া ঃ

প্রথমে প্রনমামি দীক্ষা গুরু, যুগাচার্য্য স্বামী / ঠাকুর শ্রী শ্রী স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ পরমহংস, (বর্তমান আশ্রম সুকান্ত নগর, শিলিগুড়ি) দেবের শ্রী পদকমল যুগলে, যহার কৃপায় আমার আত্ম-বিবেক শুদ্ধ।

দ্বিতীয়ে প্রণমামি, শিক্ষা ও ক্রিয়াদাতা গুরু স্বর্গীয় অবনী ব্রহ্মচারীর (বারদিয়া লোকনাথ আশ্রম, বাংলাদেশ) শ্রী পদকমল যুগলে।

তৃতীয়ে প্রণমামি, স্বর্গীয়া ভার্য্যা মনোরমা (অর্পনা, উমা, সোনা) দুমচি পাড়া চা বাগান, বীরপাড়া, মাধ্যমে দর্শনগুরু স্বর্গীয় মামা নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর (রামঝোড়া, বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার) শ্রীপদ কমল যুগলে।

সকল গুরুবর্গেরে বন্দিয়া প্রার্থনা করি, সবার অশুভ যত সেই সকল নাশিয়া, সবারে শুভ মতি ও শুভ গতি দিয়া সবারে রক্ষিও।

আমার পরিচয় ঃ যজুর্ব্বেদীয়,
শান্ডিল্য - আসিত - দেবল,
শ্রী মনোরঞ্জন বিশ্বাস
পিতা ঃ স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস,
মাতা ঃ স্বর্গীয়া নিশিবালা বিশ্বাস
দেবীগড়পল্লী, বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার
পিন ঃ ৭৩৫২০৪, মোঃ ৭৬০২৯৫৬১

নিবেদন / উৎসর্গ

হে মা সর্ব্ব দুর্গতি নাশিনী ত্রিনেত্রা দূর্গা দেবী, তোমারই আশীর্ব্বাদে, তোমারই প্রভাবে আমি এই অতি বৃদ্ধ বয়সে (৮৪ বৎসর) আমার জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া এবং কোমর ভাঙ্গা অবস্থায়, বিবেক প্রদীপের বার বার অতি প্রেরণায়, তোমার মাহাত্ম কথা, অতীব সহজ সরল বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্তে, গল্পাকারে লিখিয়াছি। যাহাতে সাধারণ মানবেরা তোমার মাহাত্মা কথা জানিতে ও বুঝিতে পারে।

আশ্বিন মাসে, শরৎ ঋতু-কালে, অমাবস্যার পূর্ব্ব দিন চতুর্দ্দশীতে মহালয়া পার্ব্বন শ্রাদ্ধ দিনে চন্ডি পঠিত / পাঠিত হয় সংস্কৃত ভাষায় ও সংঝুক্তাক্ষরের মাধ্যমে, যাহা আমরা অনেকেই বুঝিতে পারিনা। পাঠক যদি বা কোন অধ্যায় বা কিছু পৃষ্ঠা বাদ দিয়া পাঠ করিলেও কাহারও কিছু বা কোন মন্তব্য করার থাকে না। তাহার কারণ, আমরা অনেকেই সংস্কৃত ভাষা জানিনা।

কে এই চন্ডিকা দেবী ? কি তার মাহাত্ম এবং কেন ? কি ভাবে উদ্ভব তার ব্রহ্ম বিদ্বর ? কত রূপে / নামে, কোথায় কোথায় আছেন / থাকেন ? কি ভাবে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সকল জীবগণদের পালন, পোষণ করিতেছেন, ইহা আমাদের অনেকেরই অজানা।

তিনি কোন বিশেষ গোষ্ঠির / শ্রেণীর, জাতির মধ্যে/জন্যে আবদ্ধ নন্। তিনি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া সকল জীবের মধ্যে থাকিয়া, সবার মঙ্গল সাধন করিতেছেন এবং করিবেন।

হে, মা বিশ্বমুলাধার, ভূবনেশ্বরী দূর্গা দেবী, তোমারই আশীর্ব্বাদে, তোমারই প্রভাবে আমি, তোমার মাহাত্ম কথা অতি ''অল্পে গল্পে ভূবনেশ্বরী'' লিখিয়াছি। এবং তোমারই শ্রীপাদপদ্ম যুগলে উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করি, জগতে সবার সর্ব্ব প্রকার আপদ বিপদ, অশুভ যত, সেই সকল নাশিয়া সবারে রক্ষিও এবং সবারে শুভ মতি, শুভ গতি দিও।

সেবক - মনোরঞ্জন বিশ্বাস
ইং ঃ ২৮/০২/২০২০

© Copyright Klik Infotech

মঙ্গলাচরণ / প্রার্থনা

জয় মা, ত্রিনেত্রা দূর্গা, দুর্গতি নাশিনী ।
জগতে সকল জীবে রক্ষিনী, পালিনী ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
বাহুতে তুমি মা ত্রিনেত্রা, শক্তি রূপিনী ।
হৃদয়ে তুমি মা দূর্গা, ভক্তি সরূপিনী ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
তুমি মা ভূবনেশ্বরী, পর্বত বাসিনী ।
চন্দ্রচুড় পর্বতের পার্বতী, নন্দিনী ।।
তবপদে নমি নারায়নি ।
তুমি মা দূর্গা, সবার দুর্গতি নাশিনী ।
আদ্যাশক্তি, বিশ্বমুলাধার, নারায়নি ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
চিক্ষুর বধে দেবী, ভদ্রকালী রূপিনী ।
বাহন সিংহ কতৃক চামর ঘাতিনী ।।
তবপদে নমি নারায়নি ।
মহিষাসুর বধে, দশবাহু ধারিনী ।
তুমি মা ত্রিনেত্রা দূর্গা, মহিষমর্দ্দিনী ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
রনাঙ্গনে চন্ডরূপ ধারিনী, চন্ডিকা ।
চন্ড, মুন্ড, বিনাশিতে চামুন্ডা কালিকা ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
ধুম্রলোচনে ভস্মিতে অম্বিকা রূপিনী ।
রনাঙ্গনে তুমি শ্রেষ্ঠা, রন-কৌশলিনী ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
রক্তবীজ বধে দেবী চন্ডিকা রূপিনী ।

রক্তবীজ রক্ত পীতে, কালিকা পাশিনী ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
জগত ধ্বংসী নিশুম্ভ ও শুম্ভ বধার্থে ।
অসংখ্য রূপিনী, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
তুমি স্বর্গ লক্ষ্মী, রাজ লক্ষ্মী নৃপালয়ে ।
ঐশ্বর্য্য-শালিনী গৃহস্থের গৃহালয়ে ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
তুমি সরস্বতী, সর্ববিদ্যা প্রযোজিকা,
জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক, বিদ্যা প্রদায়িকা ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
(তুমিই) সত্ব, রজ ও তম, নিয়তির ঈশ্বরী ।
(তুমিই) সকল জীবের ঈশ্বরী, ভূবনেশ্বরী ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
সবার মাঝে আছ মা, লজ্জা সরূপিনী ।
তুমিই যে মা তার জননী, একাকিনী ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
তুমি মা গো, রাগ, দ্বেষ হীনা, শুভাননা ।
তোমার মহিমা কত, যায়না যে গনা ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
তুমি মা ভদ্রকালী, নৃ-মুন্ড মালিনী ।
শত্রু বিনাশিতে, মহা ত্রিশূল ধারিনী ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
তুমি মা জগত পালিনী, রক্ষিনী আর ।
বর দাত্রী, জগদ্ধাত্রী, বিশ্বমুলাধার ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।

© Copyright Klik Infotech

তুমিই মা মোক্ষাদাত্রী, স্বাহা, স্বধা আর ।
ঋক, যজুর্ব্বেদেতে, ত্রিনয়নী আবার ।।
তব পদে নমি নারায়নি ।
স্বভক্তিতে প্রার্থনামি, চরণে তোমার ।
স্বভক্তিযুক্ত প্রার্থনা পুরিও আমার ।।
''জগতে সবার অশুভ যত, নাশিও ।
সবারে শুভ মতি ও শুভ গতি দিও ।।''
তুমি মা ভূবনেশ্বরী বিশ্বমুলাধার,
বিশ্ব শত্রু বিনাশিতে বিশ্ব শকতি যার
বিশ্বে শান্তি রক্ষিতে মহাশক্তি তোমার
শ্রীচরণে প্রণমামি শত শত বার ।

সেবক - শ্রী মনোরঞ্জন বিশ্বাস

ত্রিনেত্রা, জগত জননী ।
আদ্যাশক্তি, বিশ্বমুলাধার,

প্রনমামি, জগদ্ধাত্রী,
বিশ্বমুলাধার ।
যিনি, ত্রিনেত্রা, নারায়নি,
চন্ডিকা আর ।।
পার্ব্বতী, দুর্গা, চামুন্ডা-কালী,
কাত্যায়নি ।
অম্বিকা, ব্রহ্মানী, মাহেশ্বরী,
সনাতনী ।।

প্রথম পর্ব

মার্কন্ডেয় কহিলেন ঃ

শ্রবন কর হে ভাগুরীমুনি, রাজা সুরথ নাথ সূর্য্যের পুত্র ও চন্ডিকার (ভূবনেশ্বরী দূর্গার) আশ্রিত হইয়া কিভাবে বিশ্বের অষ্টম মনু ''সাবর্নি'' নামে, দেবীর বরে পৃথিবীর রাজত্ব ও আধিপত্য পাইয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিব ।

পুরাকালে স্বরচিষ মনুর রাজত্ব কালে, চৈত্র বংশ জাত রাজা সুরথ নাথ ধনে, জনে, মানে, বিপুল ঐশ্বর্য্য-শালি, পৃথিবীর রাজা ছিলেন এবং প্রজাগনদের নিজ পুত্রসম পালিতেন । আচম্কা কোলাবাসীগন তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজা সুরথ নাথকে রাজ্য ও রাজত্বচ্যুত করিলে, রাজা সুরথ নাথ মন দুঃখে, মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বারোহন করিয়া গহন কাননে যাত্রা করিলেন ।

চলিতে চলিতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহামুনি মেধসের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । তথায় রাজা সুরথ নাথ সম্মানিত হইয়া কিছু দিন সেই

© Copyright Klik Infotech

(সেধস মুনির) আশ্রমে অবস্থান করিলেন / করিয়াছিলেন। সেই সময় দেখিলেন, একজন বৈশ্য আশ্রমের সন্নিধানে আসিতেছেন। রাজা সুরথ নাথ, তাহারে জিজ্ঞাসিয়া জানিলেন, তাহার নাম 'সমাধি'। তাহার দারা,পুত্র, পরিবার, পরিজন, ধন, সম্পত্তির লোভে, সবে মিলে তাহারে (সমাধিরে) সর্বহারা করিয়া বিতাড়িত করিয়াছে। সর্বহারা হইয়া মন দুঃখে এই গহন কাননে আসিয়াছেন। কিন্তু তাহার মন সর্বদাই মায়াময়। তাই তাহাদের কিছুতেই ভূলিতে পারিতেছেন না। সর্বদাই দারা, পুত্র, পরিবার, পরিজনদের কথা মনে পড়িতেছে। ''কেন এমন হয় ?''

রাজা কহিলেন ঃ

দারা, পুত্র, পরিবার, পরিজন সবে মিলে, ধন সম্পত্তির লোভে তোমারে সর্বহারা করিয়া বিতাড়িত করিয়াছে। তবুও তুমি তাহাদের প্রতি এত আকৃষ্ট হইতেছ কেন ?

অতঃপর, উভয়ে আশ্রমে প্রবেশিয়া মেধস মুনির শ্রীপদ কমল যুগলে, যথারিতি, ভক্তিযুক্ত চিতে বন্দনা করিয়া, তাহার সম্মুখে উপবিসন করিলেন।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহামুনি জিজ্ঞাসিলেন, ''হে রাজন, হে বৈশ্য, তোমরা কি কারণে এই গহন কাননে আসিয়াছ ?''

প্রতি বসে উভয়ে নিজ নিজ বক্তব্য, বিবরণ বর্ণনা করিলেন।

রাজা কহিলেন ঃ

''আমি রাজ্য ও রাজত্ব চ্যুত হইয়াও কেন ঐ রাজ্য ও রাজত্বের প্রতি বার বার আকৃষ্ট হইতেছি ?''

বৈশ্য কহিলেন ঃ ''ধন, সম্পত্তির লোভে, দারা, পুত্র, পরিবার, পরিজন সবে মিলে আমারে সর্বহারা করিয়া বিতাড়িত করিয়াছে। আমি সর্বহারা হইয়াও কেন তাহাদের প্রতি বার বার আকৃষ্ট হইতেছি?''

মহামুনি কহিলেন ঃ তোমরা উভয়ে শ্রবন কর। সর্বাগ্রে করিতে হয় জ্ঞানের বিকাশ। জীব মাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি হয়। কোন জীব দিবান্ধ, কোন জীব রাতে অন্ধ, আবার কোন জীব রাতে দৃষ্টি পায়। মানবগণ, পশু, পাখীগণ, মৃগাদিগণ সকলেই স্নেহ পরায়ন। মায়ার বন্ধনে, বন্ধিত আছে। জলার ভিতরে দেখ, পাখীগণ জ্ঞানী হইয়াও, স্নেহ বসে, মায়া, মোহ বসে, ক্ষুধায় কাতর সন্তানদের মুখে খাদ্য দিতে ব্যস্ত।

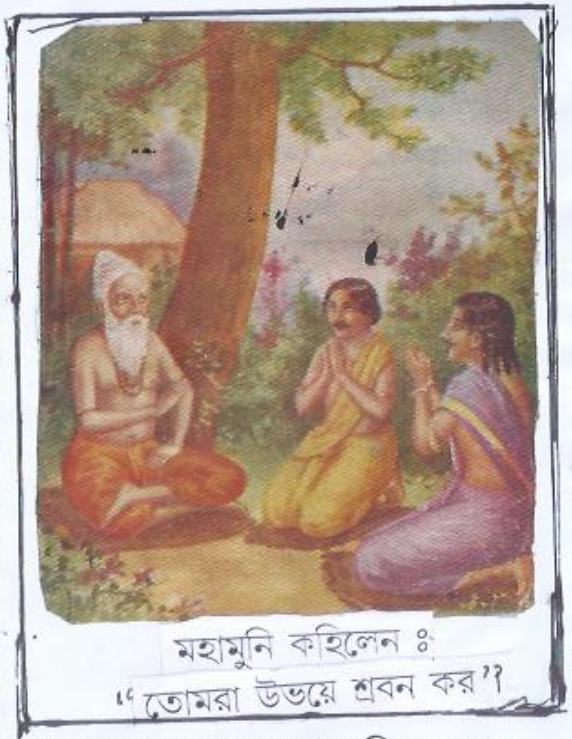
মহামুনি কহিলেন ঃ
''তোমরা উভয়ে শ্রবন কর''।

ভূবনেশ্বরী মহামায়ার প্রভাবে এই পৃথিবী, মায়া, মোহ, স্নেহ, মমতায় ঘোর আবর্তে বেষ্টিত। সংসার স্থিতির হেতু বিশ্বম্বর এই মহামায়া সব কিছুই করিয়া থাকেন।

এই বিশ্বের মুলাধার হইলেন শ্রীহরি। সেই শক্তি যোগনিদ্রা

© Copyright Klik Infotech

ভগবতী মহামায়ার তেজে মুগ্ধ । জ্ঞানীদেরও নিক্ষেপ করেন, মায়া মোহ বসে । আবার তিনিই দেবী প্রসন্না হইলে, মানবগণদের মুক্তি দিয়া থাকেন । তিনিই ঈশ্বরী, সনাতনী । তিনিই পরমবিদ্যা । সংসার বন্ধন করেন, আবার তিনিই মুক্তির কারন । তিনিই ভূবনেশ্বরী, জগত জননী ।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন ঃ ''আপনি যাহারে মহামায়া, সনাতনী বলিতেছেন, কে তিনি ? কি ভাবে উদ্ভব তা'র ব্রহ্ম বিদ্বর ?''

মহামুনি কহিলেন - ''নিত্যা সেই মহামায়া, বিশ্বমূর্ত্তি তার । এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন তিনি নিত্য বিদ্যমান । তথাপি তা'র জনম বিবিধ প্রকার । প্রলয়ে যখন ধরনী জল তলে, তখন বিশ্বপতি ভগবান যোগনিদ্রা সাধনায় অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন । সেই সময় বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও বৈটভ নামে দুই মহানাসুর জন্মিয়া চতুরাননে হনন করিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণুর নাভি-পদ্মস্থিত জ্যোতির্ম্ময় প্রজাপতি ব্রহ্মা উক্ত অসুরদ্বয়ে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, শ্রীহরির যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিতে, শ্রীহরির নেত্র বিলাসিনী, চৈতন্য রূপিনী, জগত পালিনী, স্থিতি - সংহার কর্ত্তি, দেবী অনুপমা সতী, বিষ্ণুর নিদ্রারূপিনী, ভূবনেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, যোগমায়ার স্তব, স্তুতি করিতে একমনে, একাসনে, স্থির ভাবে বসিলেন ।

স্তব, স্তুতি ঃ

তুমি মা স্বাহা, স্বধা, বষটকার, সাবিত্রী, সনাতনী, পরাৎপর, জগত জননী । প্রলয়ে তুমি মা আদ্যাশক্তি । তুমিই মা সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কারিনী তারা-ত্রিনয়নী । তুমিই মা বুদ্ধি দায়িনী, মহা মেধা, মহা স্মৃতি, ভ্রম বিনাশিনী, মহা মোহা, ''তম'' সঞ্চারিনী, মহাদেবী, মহাসুরী । তুমিই মা গুন-এয়ে (ত্রিগুনে) বিভাষিনী ব্রহ্ম সনাতনী, রাগ, দ্বেষহীনা, শুভাননা । জগত পালিনী ভূবনেশ্বরী । তুমিই মা কাল-রাত্রি, ভীমা

বিভিষনা, মোহ রাত্রি । তুমিই মা ভূবনেশ্বরী তারা ত্রিনয়নী । তুমিই মা লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্য শালিনী । বোধরূপা বুদ্ধি, লজ্জা সরূপিনী লজ্জা । তুমিই মা পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তিময়ী । ক্ষমাগুনে তুমিই মা ব্রহ্মময়ী । শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, ত্রিশূল ধারিনী । ভূশুন্ডি পরিঘ অস্ত্র, ধনুর্বান হস্তে ঘোররূপা বিশ্বমুলাধার । তুমিই মা অতি সৌম্যা, অতীব সুন্দর মনোহরা । শ্রেষ্ঠগণ মাঝে তুমিই মা শ্রেষ্ঠা ঈশ্বরী । পরাৎপরা আত্মা রূপে সবার মাঝে আছ অধিষ্ঠান । তুমিই মা জগতের সৃজন পালন, পোষণ ও সংহার কারিনী । শ্রী-হরির নিদ্রাভঙ্গ করিতে, শিব, বিষ্ণু ও আমারেও দেহ ধারী করিয়াছ । তুমিই মা তারিনী, ত্রিভূবনে সর্ব শক্তিমান ভূবনেশ্বরী । তোমারই প্রভাবে স্তব, স্তুতি করিতেছি । মধু ও কৈটভ দুর্দ্দান্ত, দুর্জ্জয় মহাসুর দ্বয়ে মোহিত কর মা ত্বরা করি এবং জগত স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া উক্ত মহাসুর দ্বয়ে সংহার (নিধন) করিতে রণে প্রবৃত্ত করাও ।

ব্রহ্মার স্তব, স্তুতিতে, যোগনিদ্রাদেবী সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু জনার্দ্দনের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া মধু ও কৈটভ মহানাসুর দ্বয়ে সংহার করিতে কহিলে, ভগবান বিষ্ণুর বক্ষ, হৃদয়, বদন, বাহু, নাসিকা, নেত্রদ্বয় হইতে এক লহমায় এক মহাদেবী বাহিরিলেন । প্রজাপতি ব্রহ্মা উন্মিলিত চক্ষে উক্ত মহাদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন । যোগনিদ্রা মুক্ত হইয়া ভগবান বিষ্ণু-জনার্দ্দন দেখিলেন, মধু ও কৈটভ দৈত্য-দ্বয় অতি ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মাকে ভক্ষন করিতে উদ্যত হইয়াছে ।

অতঃপর মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয়ে হনন করিতে ভগবান শ্রীমধুসূদন, উক্ত দৈতদ্বয়ের সহিত ঘোরতর রনে প্রবৃত্ত হইলেন ।

এই যুদ্ধ পাঁচ সহস্র বৎসর অবধি হইয়াছিল । এবং অপরাজিত মাধরের করে সুন্দরী নারী, মহামায়ারে দেখিয়া, তাহারে গ্রহন করিতে, মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয় মহা মোহ ভরে, মহাদর্পে, ভগবানেরে কহিল ঃ ''মোরা তুষ্ট । আমরা তোমারে বর দিব । গ্রহন কর ।''

© Copyright Klik Infotech

ভগবান শ্রীমধুসুদন কহিলেন ঃ 'সত্য সত্যই যদি তোমরা আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাক, তবে এই সময়ে, এখানে, এখনি তোমরা উভয়ে আমার বধ্য হও। এই 'বর' ছাড়া অন্য কোন 'বর' গ্রহণ করিব না '।

"উরুদেশে রাখিয়া চক্রাস্ত্রে তাহাদের শিরচ্ছেদ করিলেন"।

অতঃপর, দৈত্যদ্বয় মায়ার প্রভাবে পৃথিবী জলে প্লাবিত করিয়া কহিল ''তথাস্তু । জলে, স্থলে কোথাও আমাদের মৃত্যু নাই।''

ভগবান কহিলেন - ''বেশ তবে তাহাই হউক ।'' এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈত্য-দ্বয়ে নিজ উরুদেশে রাখিয়া চক্রাস্ত্রে তাহাদের শিরচ্ছেদ করিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব

পুরাকালে, দেবগণদের অধিপতি ছিলেন ইন্দ্রদেব । তখন মহিষাসুর ছিলেন দৈত্যগণদের ঈশ্বর । এবং শতবর্ষ ব্যাপি দেবাসুরের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল । এই যুদ্ধে দৈত্যরাজ মহিষাসুর দেব সেনাদের পরাজিত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রসহ সকল দেবগণদের স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল । স্বর্গচ্যুত দেবরাজ ইন্দ্রসহ সকল দেবগণ একত্রে মিলিত হইয়া, পদ্মযোগী ব্রহ্মাকে অগ্রভাগে রাখিয়া গরুড়ধ্বজ হর আর হরির নিকটে আসিয়া, দেবগণদের পরাজিতের কাহিনি এবং মহিষাসুরের কার্য্য-কলাপ বিস্তারিত ভাবে জানাইলেন। দেবপতি ইন্দ্রসহ সকল দেবগণ যে সকল অধিকারাদি ভোগ করিতেন, সেই সকল অধিকারাদি দুর্জ্জন মহিষাসুর ভোগ করিতেছেন।

শম্ভু শ্রী মধুসূদন, দেবগণের দুরাবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন । তাহার চক্ষুদ্বয় ভীষণ কুটিল, ভ্রুকুটি রূপ ধারণ করিল । চক্রধারি নারায়ন, বিধাতা শঙ্কর কোপান্বিত হইলেন । এবং তাহাদের বদন মন্ডল হইতে অগ্নিসম এক এক মহা তেজশক্তি এবং অন্যান্য দেবগণদের কোপান্বিত দেহ হইতে এক এক মহা তেজ-শক্তি বাহিরিয়া, সকল দেবগণদের তেজশক্তি একত্রে মিলিত ভাবে ব্রহ্মার তেজশক্তির সহিত মিলিত হইয়া, ত্রিভূবন ব্যাপি আলো করিয়া এক মহা সুন্দরী নারীরূপে পরিণত হইল।

শম্ভুর তেজে বদন মন্ডল । যম রাজের তেজে কুন্তল সকল । জগবন্ধু নারায়নের তেজে বাহু সকল । চন্দ্রের তেজে স্তনদ্বয় । ইন্দ্রের তেজে মধ্য দেহ ভার । বরুণের তেজে জঙ্ঘা, উরুদেশ । পৃথিবীর তেজে নিতম্ব প্রদেশ । ব্রহ্মার তেজে চরণ যুগল । সূর্য্যদেবের তেজে আঙ্গুলি সকল । বসুগণ তেজে আঙ্গুলির কর সকল । কুবেরের তেজে নাসিকাদ্বয় । দক্ষ-আদি সহ যত প্রজাপতির তেজে সমস্ত দশন । অনলের তেজে ত্রিনয়ণ । সম্ভুত সন্ধ্যার তেজে 'ভ্রু' যুগল । অনিলের তেজে শ্রবন যুগল । এবং অন্যান্যদেবগণদের তেজে অন্যান্য অবয়ব। সর্ব দেবগণদের তেজরাশি হইতে সমুদ্ভবা অতীব উগ্রা, ভয়ঙ্করা মহাশক্তি ধারিনী ভূবনেশ্বরী চন্ডা রূপিনী, অমর মহিষ মর্দ্দিনী (দুর্গা দেবী) ।

অতঃপর দেবীরে মহেশ্বর দিলেন ত্রিশূল । বিষ্ণু-নারায়ন দিলেন স্বীয় চক্র । বরুন দিলেন শঙ্খ । অগ্নি দিলেন স্বীয় শক্তি । পবন দিলেন বানপূর্ণ তুনি ও ধনু । সহস্র-লোচন দেবরাজ পুরন্দর দিলেন বজ্র । ঐরাবত দিলেন স্বীয় ঘন্টা । যমরাজ দিলেন কাল দন্ড । অম্বুপতি দিলেন মহাপাশ । প্রজাপতি ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা ও কমন্ডুলু । তখন দেবীর সমুদয় লোমকুপে দিবা কিরণ সঞ্চারিল ।

কাল দিলেন স্বীয় চর্ম্ম-বর্ম্ম, খড়্গ, খরাশন । ক্ষীরোদ সাগর

© Copyright Klik Infotech

দিলেন বিমল উত্তম হার, বলয় মুকুট। কর্ণেতে দিব্য কুন্তল যুগল। কণ্ঠেতে অতি শুভ্র অর্ধচন্দ্র হার। অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরী। রাঙ্গা পায়ে নূপুর হার। বিশ্বকর্মা দিলেন কুঠার ও অন্যান্য ভয়ংকর অস্ত্র, শস্ত্র। বিবিধ প্রকার অন্যান্য কবচ, কত আয়ুধ সম্ভার। জল নিধি দিলেন অম্লান শতদল পঙ্কজহার দেবীর বক্ষে। হিমালয় দিলেন সুসজ্জিত কেশরী সিংহ। কুবের দিলেন চির পূর্ণ সুধারাশি, পান পাত্র। ধরনীধারী নাগেশ্বর দিলেন মহামনি বিভূষিত দিব্য নাগ হার। আরও অন্যান্য দেবগণ দিলেন বিবিধ প্রকার ভয়ংকর অস্ত্র, শস্ত্র।

এই রূপে বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কারে, অস্ত্রে, শস্ত্রে সম্মানিত হইয়া দেবী পৃথিবী কম্পিত করিয়া অট্ট অট্ট হাস্যে হু-হুংকার করিয়া জগত প্র-পুরিত করিতে লাগিলেন। দেবীর হু-হুংকারে দেবাসুরগণ বিচলিত হইল। দেব মুনি, ঋষিগণ দেবীর জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন ''তোমার জয় হউক হে সিংহ বাহিনী''। দেবীর হু-হুংকার শুনিয়া মহানাসুর রাজা কহিলেন - ''কোথা হইতে এই শব্দ আসিতেছে ?'' অতঃপর মহানাসুর রাজ, তাহার শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের আদেশ দিলেন, উক্ত শব্দ অনুসরণ করিয়া ধাবিত হইতে। এবং নিজেও রণসাজে সজ্জিত হইয়া উক্ত শব্দ অনুসরন করিয়া, ধাবিত হইয়া দেখিলেন, দেবীর প্রভায় ত্রিভূবন সমুজ্জল। মাথার কিরিটি (মুকুট) আলোর প্রভাবে উজ্জল। দেবীর ধনুর টংকার শব্দে ধরনী ভেদিত। তাহার (দেবীর) হিয়া (কেশ) পাতাল অবধি পশিয়া

''তোমার জয় হউক হে সিংহ বাহিনী''

কাঁপিতেছে। সহস্র বাহুর ছটায় পরিপূর্ণ। দেখিয়া মনে হয়, সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন তিনি।

অনন্তর, দেব ও অসুরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষের নানাবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্র, শস্ত্র নিক্ষিপ্তে, বিনিক্ষিপ্তে দিক্-দিগন্ত প্রদীপ্ত হইল। দৈত্যরাজ মহিষাসুরের প্রধান সেনাপতিদ্বয় চিক্ষুর ও চামর চতুরঙ্গ বল - সেনাদের সঙ্গে মিলিত ভাবে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বিখ্যাত অসুর উদগ্র, সহস্র যষ্ঠি লইয়া অসিলোমা মহাসুর, লক্ষ যষ্ঠি লইয়া, এবং বিড়ালাক্ষ অসুর সেনা, অসংখ্য অসুর সেনা সঙ্গে লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মহাসুরগণ, প্রানপন যুদ্ধ করিতে লাগিল।

অতঃপর দুর্জ্জয় মহিষাসুর কোটি কোটি অশ্ব, গজ রথ ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। মহাসুরগণ কেহ মুষল, তোমর, পরশু পরিঘা, কেহ শক্তি অস্ত্রে, কেহ বা তীক্ষ্ণ খড়গাঘাতে দেবীরে বধিতে দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। রনক্ষেত্রে চন্ডরূপ ধারিনী, চন্ডিকা দেবী নিজ অস্ত্রে, শস্ত্রে শত্রু নিক্ষিপ্ত সকল অস্ত্র, শস্ত্র ছেদন করিলেন। দেবীর বাহন কেশরী সিংহ অতি কম্পিত কেশরে অসুর সেনাদের মাঝে প্রবেশিয়া বিচরন করিতে লাগিল। এবং ভূবনেশ্বরী ভগবতী অম্বিকা রূপিনী দেবী যত ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাস / নিশ্বাস ফেলিতেছেন, ততই শত শত অসংখ্য প্রমথ রূপ যোদ্ধা উদিত হইয়া, মহামায়ার শক্তিতে বলবান হইয়া দৈত্যাসুরগণদের নাশিতে লাগিল। এবং মৃদঙ্গ, শঙ্খ লইয়া নির্ভয়ে বাজাইতে লাগিল। দেবী মুর্হুমুর্হু ত্রিশূল, গদা, খড়্গ প্রভৃতি দ্বারা শক্তি বৃষ্টি করিয়া শত শত অসুরদের নিধন করিতে লাগিলেন। দেবীর ঘন্টার ভয়ঙ্কর নিনাদে অনেক দৈত্য ভূতলে পতিত, নাগ-পাশ আকর্ষনে, খড়গাঘাতে শত শত দৈত্য দ্বিখন্ডিত, পদাঘাতে কত দৈত্য ভূতলে পতিত, মুষলাঘাতে কত দৈত্যাসুরের রক্ত বমন (বমি), কত দৈত্য শূলবিদ্ধ, কত সেনাপতি

© Copyright Klik Infotech

দেবীর বানে বানে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যু বরণ করিল। ক্ষুরাঘাতে কত দৈত্য ছিন্ন ভিন্ন, কত অসুরের শির ভুতলে পড়িল। কত দৈত্যের জঙ্ঘা উরুদেশ ছিন্ন ভিন্ন দ্বিখন্ডিত হইল। আবার কত দৈত্য এক পাদ, এক চক্ষু, এক বাহুতে পুনরায় ভূমি হইতে উঠিয়া দেবীর সহিত রণে প্রবৃত্ত হইল। কত কবন্ধ ছিন্নশিরে পুনরায় ভূমি হইতে উঠিয়া খড়্গ, ঋষ্টি হস্তে ''তিষ্ঠ তিষ্ঠ'' বাক্যে, মহাদম্ভে, মহাদর্পে, দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল মধ্যে দেবী (অম্বিকা) দৈত্য সেনাদের সমুলে বিনাশ করিলেন। দেবীর বাহন কেশরী সিংহ, কেশর কম্পিত করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল, ভয়ে কত দৈত্যের প্রাণবায়ু নির্গত হইল। দেবীর নিশ্বাসজাত গজ সেনাগণ রণে মত্ত দেখিয়া স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তৃতীয় পর্ব

যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য দৈত্যসেনাগণ নিহত ও তাহাদের দুরাবস্থা দেখিয়া প্রধান দৈত্যসেনা 'চিক্ষুর' যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া, অবিরাম শরজাল বর্ষনে, অবিরাম জলধারা বর্ষণে সুমেরু গিরি শৃঙ্গ অবধি প্লাবিত করিয়া দেবীরে আচ্ছাদিলে, দেবী নিজ অস্ত্রে, শাস্ত্রে, শত্রু নিক্ষিপ্ত সকল অস্ত্র, শস্ত্র চুর্ণ, বিচুর্ন করিলেন। দৈত্য সেনাদের সারথি সহ রথ বিনাশিয়া চিক্ষুরের সর্বাঙ্গে বানে বানে বিদ্ধ করিয়া, চিক্ষুরের ধনুচ্ছেদ করিলেন। চিক্ষুর ছিন্নধনু হইয়া চর্ম্ম, বর্ম্ম ধারন করিয়া খড়্গ, খরাশন হস্তে দেবীর প্রতি ধাবিত হইয়া, দেবীর বাহন সিংহের মস্তকে ভীষণ প্রহারিয়া দেবীর বাম হস্তে আঘাত করিল। কিন্তু, তাহাতে দেবীর বিন্দুমাত্র বেদনা হইলা না। বরং ঐ সকল অস্ত্র শস্ত্র চুর্ণ, বিচুর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া চিক্ষুর মহাশূল নিক্ষেপিলে, দেবী

ভদ্রাকালী রূপে নিজ ত্রিশূলদ্বারা চিক্ষুরের নিক্ষিপ্ত মহাশূল বিচুর্ণ করিয়া চিক্ষুরে বধিলেন।

চিক্ষুর নিহত দেখিয়া দৈত্য সেনা 'চামর' গজ পৃষ্ঠে আরোহিয়া শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপিলে, দেবী তাহা কাটিলেন। দেবীর বাহন কেশরী সিংহ, লাফাইয়া গজ, কুম্ভ মাঝে প্রবেশিয়া চামরের সহিত প্রচন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ে হস্তি পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পড়িল। ক্ষনকাল মধ্যে সিংহ স্বশক্তিতে আকাশে উঠিয়া পুনরায় ভূমিতে পড়িয়া, ভীষণ চপেটাঘাতে চামরের শির ও দেহ পৃথক করিল। অম্বিকা দেবী শিলা-বৃক্ষ দ্বারা উদগ্র অসুরে বধিলেন।

অতঃপর দেবী করাল নামক দৈত্যাসুরে মুষ্টাঘাতে, ভিন্দিপাল, ও বাস্কলেরে গদাঘাতে, তাম্র-অন্ধরে বানে বানে, বলবীর্য্যশালি উগ্রস্য ও উগ্রবীর্য্য মহাহনুদ্বয়ে, ত্রিনেত্রা দেবী পরমেশ্বরী শূলাঘাতে, বিড়ালাক্ষেরে অম্বিকা দেবী খড়্গাঘাতে, দুর্দ্ধর-দুর্ম্মুখরে তীক্ষ্ণ শরে বধিলেন।

এইরূপে নিজ সৈন্য ক্ষয় দেখিয়া মায়াবী মহিষাসুর মহিষরূপ ধারণ করিয়া তুন্ডাঘাতে, খুরাঘাতে, লাঙ্গল প্রহারে প্রমথগণদের নাশিয়া, দেবীর বাহন সিংহরে বধিতে ধাবিত দেখিয়া, কোপান্বিতা চন্ড রূপিনী চন্ডিকা দেবী ''পাশ'' অস্ত্র নিক্ষেপিয়া, মহিষাসুরে পাশ বদ্ধ করিলেন। পাশবদ্ধ মহিষাসুর মহিষরূপ ছাড়িয়া কেশরী সিংহের রূপ ধারণ করিলেন। অম্বিকাদেবী তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন। মহিষাসুর সিংহের রূপ ছাড়িয়া নররূপ ধারন করিয়া খড়্গ-পানি হস্তে উদিত হইলে, দেবী তাহারে বানে বধিলেন। মহিষাসুর নররূপ ছাড়িয়া মহা গজরূপ ধারন করিয়া শুন্ড (সুড়) দ্বারা মহা-সিংহরে আকর্ষন করিতেছে দেখিয়া দেবী খড়্গাঘাতে গজশুন্ড ছেদন করিলেন। মহিষাসুর গজরূপ ছাড়িয়া পুনঃ মহিষ রূপ ধারণ করিয়া মদমত্ত হইয়া ঘোর রোলে, মহাদম্ভে গর্জ্জিয়া, শৃঙ্গ দ্বারা গিরিশৃঙ্গ আকর্ষিয়া, দেবীর প্রতি বর্ষন করিলে, দেবী তীক্ষ্ণ শরজালে তাহা চুর্ণ, বিচুর্ণ করিয়া উচ্ছাসে, উল্লাসে, অট্ট অট্ট হাস্যে,

© Copyright Klik Infotech

মহিষাসুরে কহিলেন ''রে মুঢ়, আমি যতক্ষন মধু পান করিব, ততক্ষন প্রান ভরিয়া তর্জ্জন, গর্জ্জন কর । এখনি এখানে তোরে বধিলে, আমার অমর-বৃন্দগণ আনন্দে গর্জ্জিবে।''

অনন্তর, দেবী লম্ফ ভরে (লাফাইয়া) এক পাদ মহিষাসুরের গলদেশে রাখিয়া ত্রিশূলে তাহার বক্ষ বিদারণ করিলেন । ত্রিশূল বিদ্ধ, পদাঘাত মহিষাসুরের মুখ হইতে, মহিষাসুরের সমকক্ষ, অতি ক্রোধান্বিত এক ভয়ঙ্কর দানব অর্ধ বাহিরিয়া দেবীর সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলে, দেবী তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন । মহিসাসুর মৃত্যু বরণ করিলেন । অবশিষ্ট দৈত্যগণ ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিল । দুর্জ্জয় মহিষাসুরের মৃত্যুতে, মহা ঋষিগণ আনন্দে দেবীর স্তব, স্তুতে করিতে লাগিলেন ।

চতুর্থ পর্ব

দুরাত্মা মহিষাসুর, দেবী হস্তে নিহত দেখিয়া, ইন্দ্র সহ সকল দেবগন, ত্রিদিব নিবাসীগণ উচ্ছাসে, উল্লাসে দেবীর স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন । যে দেবী আত্মশক্তিতে বিশ্ব ব্যাপিয়া চরাচর করিয়া সবার মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাহার মধ্যে ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রভাব, শক্তি, বিদ্যমান ।

স্তব, স্তুতি ঃ

তুমি মা ভূবনেশ্বরী (দূর্গা), ত্রিনয়ণা, অম্বিকা, চন্ডিকা (রূপিনী) অখিল বিশ্বের যত দুর্জ্জয়, দানব, অসুরদের নাশিয়া, যত, ভয়, বাধা, বিঘ্ন, নাশিয়া বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ । তব পদে নমি শত শত বার।

তুমি মা আদ্যাশক্তি, দেব, মহর্ষিগনের পূজনীয়া, 'বর' দাত্রী । সদা সর্বদা সবার মঙ্গল করিও । তব পদে নমি শত শত বার ।

তুমি মা সুকৃতির ঘরে লক্ষ্মীরূপা, দুস্কৃতির ঘরে অলক্ষ্মীরূপা, বুদ্ধির হৃদয়ে সুবুদ্ধি রূপিনী, সজ্জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা রূপিনী, লজ্জারূপে আছ মা গো সবার মাঝে, এই বিশ্বচরাচরে । তব পদে নমি শত শত বার ।

অচিন্ত-রূপে আছ মা গো সর্বত্র । রণক্ষেত্রে তোমার মহিমা, কৌশল ইত্যাদি অবর্ননীয়, অপার । তব পদে নমি শত শত বার ।

তুমি মা ত্রিগুনা দেবী, রাগ, দ্বেষহীনা শুভাননা । হরি, হর, জ্ঞানাতীতা, সর্ব্বাশ্রয়া, নিখিল ব্রহ্মান্ডের প্রকৃত পরমা আদ্যাশক্তি । তব পদে নমি নারায়নি ।

দেবগণ তৃপ্ত হ'ন স্বাহা মন্ত্রে, পিতৃগণ তৃপ্ত হ'ন স্বধা মন্ত্রে, যজ্ঞ কারীগণ তোমারই উচ্চারণ করেন স্বাহা স্বধা মন্ত্রে । তুমি মা ভূবনেশ্বরী, বিশ্বাত্মিকা, বিশ্বমুলাধার । তব পদে নমি নারায়নি ।

তুমিই মা পরম বিদ্যা, জগত জননী ভূবনেশ্বরী, ভগবতী দেবী । ইন্দ্রিয়, ক্রোধাদি সংযত মুনি ঋষিগণ মোক্ষ লাভার্থে তোমারই ধ্যান, আরাধনা করেন । তব পদে নমি নারায়নি ।

ঋক্ যজুর্ব্বেদেতে তুমিই মা ব্রহ্ম শব্দ ত্রিনয়নী । সাম বেদেতে উচ্চগীত, রম্যপদ, কৃষিরূপা ভগবতী, দুর্গতি নাশিনী । তব পদে নমি নারায়নি ।

তুমি মা মেধা, সর্ব শাস্ত্রে, সর্ব দুঃখ হরা দূর্গা, নিঃসঙ্গ তরনীদের পথের সম্বল তারা ত্রিনয়নী । তব পদে নমি নারায়নি ।

তুমি মা হরি বক্ষ বিলাশিনী, চন্দ্রচুড় পর্বতে পার্বতী দেবী । প্রসন্না হইলে তুমিই মা পরম বিদ্যা, আবার কুপিত হইলে শত্রু ধ্বংসকারী, তারা ত্রিনয়নী তব পদে নমি নারায়নি ।

প্রসন্না হইয়া মা গো তোমার বন্দনা কারিদের দিও ধনে, জনে, মানে, চতুর্বগ সুফল । তোমারই আশীর্ব্বাদে, মহা মুনিগণ, ত্রিদিবে গমন করেন, সুতরাং তুমি মা তারা ত্রিনয়নী, সুফল দ্বায়িনী । দূর্গমে, বিপদে তোমারে দূর্গা নামে স্মরণ করিলে সর্ব ভুত ভয় হরিয়া সবারে শুভমতি

© Copyright Klik Infotech

শুভ গতি দিও। মন-প্রান তোমাতে অর্পিবে যাহারা,সর্ব দুঃখ-দারিদ্র ভয় প্রভৃতি হরিয়া তাহাদের রক্ষিও। তব পদে নমি নারায়নি।

দৈত্য সৈন্যদের সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদের স্বর্গ বাস দিয়াছ। শত্রুদের প্রতিও তোমার কি মমতা। হে ঈশব্রী, আমাদেরও রক্ষিও, সর্ব দিগ্ উত্তর, দক্ষিন, পূর্ব, পশ্চিম। তব পদে নমি নারায়নি।

এই রূপে স্তব, স্তুতি করিয়া, নন্দন কানন হইতে পুস্পাদি চয়ন করিয়া ভূবনেশ্বরী জগদ্ধাত্রীর পূজা করিয়া ছিলেন।

দেবী কহিয়াছিলেন ঃ 'হে দেবগণ, তোমাদের স্তব, স্তুতিতে আমি প্রসন্না হইয়া তোমাদের ইচ্ছা মত বর দিব। প্রার্থনা কর, যাহাতে জগতের উপকার হইবে।'

দেবগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ঃ

''হে মা ভূবনেশ্বরী, ভগবতীদেবী, আমাদের মহা শত্রু মহিষাসুরে বধিয়া অনেক উপকার করিয়াছ, ইহা হইতে বড় আর কিছু চাহিবার নাই। হে মা ভূবনেশ্বরী, মাহেশ্বরী দেবী, তুমি যদি 'বর' দিতে চাহ, তবে আমরা যত বার বিপদে পড়িব, ততবার সকল বিপদ নাশিয়া আমাদের রক্ষিও। মা, তোমার হস্তের খড়গ, গদা, ত্রিশূল, ধনুর্বান, আরও যত অস্ত্র, শস্ত্র আছে তাহা দ্বারা আমাদের তথা নরগণ ও দেবগণদের সদা সর্বদা সর্বদিগ রক্ষিও। এবং নর-লোকে যাহারা তোমার স্তব স্তুতি করিবে, তাহাদের সকল বিপদ, আপদ নাশিয়া ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, দারা, পুত্র, পরিজন বৃদ্ধি করিও।''

দেবী, ''তথাস্তু'' বলিয়া দেব দেহে অর্ন্তহিতা হইলেন। ত্রিজগতের হিতৈশিনী, বিপদ বারিণী ভূবনেশ্বরী, ভদ্রকালী (রূপে) গৌরী দেহে ত্রিলোক রক্ষার্থে কি কি ভাবে, কোন কোন সময়ে কত কত রূপে অবতীর্ণা হইয়া দুর্দ্দান্ত, দুর্জ্জয় শুম্ভ ও নিশুম্ভরে (দৈত্যদ্বয়ে) বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিব। শ্রবন কর।

পুরাকালে, মহামুনি কশ্যপ নন্দনদ্বয় ইন্দ্রদেবের ত্রৈলোক্য হইতে প্রাপ্ত সকল যজ্ঞ ভাগ, অদিকারাদি এবং বরুন, কুবের, দন্ডধর, অনলাদি, দিবাকর, সুরকুল প্রভৃতি একের পর এক হরন করিয়া ইন্দ্রসহ সকল দেবগণদের স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। রাজ্য ভ্রষ্ট, সকল অধিকার ভ্রষ্ট, দেবগণ পুনরায় একত্রে মিলিয়া মহামায়া দেবীরে স্মরণ করিয়াছিলেন। যথা ঃ

''তুমিই মা 'বর' দিয়াছিলে যখনই বিপদে, আপদে পড়িবে, তখন আমারে স্মরিলে, আমিই পরম আপদ, বিপদ সকল নাশিয়া রক্ষিব।'' অতঃপর, ইন্দ্রসহ সকল দেবগণ স্থির মনে, একত্রে মিলিয়া গিরিরাজ হিমালয়ে গিয়া জগত জননী, বিষ্ণুমায়ার স্তব, স্তুতি করিতে লাগিলেন।

তুমি মা ভূবনেশ্বরী, ভবানী, শিবানী,বিশ্বমুলাধার নারায়নি, যিনি মহাদেবী প্রকৃত ভদ্রা, সুন্দরী। নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ।

তুমি মা গৌরী, ভূবনেশ্বরী, বিশ্বাত্মিকা, বিশ্বমুলাধার নারায়নি, যিনি দেবী, নিত্যা, ধাত্রী, রৌদ্ররূপা, চন্দ্ররূপা, চন্দ্রিকা রূপে অবস্থিতা, নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ।

তুমি মা ত্রিনয়না, শার্ব্বনী, ভূবনেশ্বরী, বিশ্বমুলাধার নারায়নি যিনি দেবী কল্যাণ রূপিনী, সিদ্ধিরূপা, রূপে অবস্থিতা, নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ।

তুমি মা সবার ঈশ্বরী, সর্ব্বেশ্বরী দূর্গা, ভূবনেশ্বরী, বিশ্বমুলাধার নারায়নি, যিনি দেবী ত্রিনেত্রা, সর্ব্ব বিপদ বারিনী, সর্ব্ব দুঃখ হরা সারৎসার খ্যাতি রূপা, কৃষ্ণা, ধুম্রবর্ণা, ঘোররূপে অবস্থিতা, নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ।

তুমি মা তারা ত্রিনয়নি, ভূবনেশ্বরী, বিশ্বমুলাধার নারায়নি, যিনি দেবী অতি সৌম্যা, অতি রৌদ্রা, জগত প্রতিষ্ঠাতা ক্রিয়া রূপা, রূপে

© Copyright Klik Infotech

অবস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে অনন্তকাল, বিষ্ণুমায়া, চেতনা বলিয়া অভিহিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভুতে নিদ্রারূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে দয়ারূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্তিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে তৃষ্ণারূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে ক্ষান্তিরূপে অবস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে জাতি রূপে অবস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে ছায়ারূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে কান্তিরূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে বিদ্যারূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে বৃত্তিরূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে তুষ্টিরূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে পুষ্টিরূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা,নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী সর্ব্বভূতে সর্ব্বইন্দ্রিয়রূপে অবস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি দেবী নিখিল জগত ব্যাপিয়া কটস্থ চৈতন্যরূপে অবস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

পঞ্চম পর্ব

পুরাকালে, সুরপতিগণ, দেবাধিপতি, ইন্দ্রসহ সকল দেবগণ একত্রে

© Copyright Klik Infotech

মিলিয়া দেবী ষড়শ্বর্য্যময়ীর, সদা সর্ব্বদা স্তব স্তুতি করিতেন। তিনি (দেবী) যেন দুর্জ্জয় মহিষাসুরে সংহার করিয়া, অসুর তাপিত ত্রৈলোক্যবাসী, দেব নরগণদের সকল বিপদ, আপদ নাসিয়া, সবারে রক্ষা ও মঙ্গল সাধন করেন।

জাহ্নবী নদীর তীরে, দেবগণ যখন উক্তরূপে স্তব স্তুতি করিতেছিলেন, তখন চন্দ্রচুড় পর্ব্বত নন্দিনী, পার্ব্বতী দেবী উক্ত (জাহ্নবী নদী তীরে) নদী তীরে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তথায় দেবগণদের দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ''হে দেবগণ, তোমরা কার স্তব, স্তুতি করিতেছ ?'' আচম্বিতে দেবীর দেহ কোষ হইতে শিব শক্তি কহিল, শুম্ভ ও নিশুম্ভ কতৃক বিতাড়িত দেবগণ আমারই স্তব, স্তুতি করিতেছে।

অতঃপর দেবীরদেহ কোষ হইতে আবির্ভূতা হইলেন অম্বিকা দেবী, এবং তিনি ত্রিভূবনে ''কৌষিকী'' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। অম্বিকা দেবী অর্ন্তহিতা হইলেন, এবং পার্ব্বতী দেবী কৃষ্ণ বর্ণরূপ ধারন করিলেন। তিনিই হিমাচলে ''কালিকা'' দেবী নামে খ্যাত। কৌষিকী / অম্বিকা দেবী, অপরূপ সুন্দরী নারীরূপ ধারন করিলেন। এবং প্রহরায় রত দৈত্য ভৃত্যদ্বয়, চন্ড ও মুন্ড, তাহার রূপ রাশি দেখিয়া, দৈত্য রাজ শুম্ভাসুরের নিকটে গিয়া কহিল, ''হে দৈত্যরাজ শুম্ভ, দেখিলাম এক অপুর্ব্ব সুন্দরী নারীরত্ন। অতি মনোহর তা'র দেহ কান্তি। তা'র রূপরাশীতে সমগ্র হিমাচল আলোকিত। চারুকান্তি নারীরত্ন। তা'র কি সুসমা। উজ্জল করিয়া রহিয়াছে দশ দিগ্। হে অসুর ঈশ্বর তা'রে গ্রহন করিয়া, আপনার জনম সার্থক করুন। হে দৈত্যেশ্বর ত্রিভূবনে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, মূল্যবান, সবই আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে, দেবরাজ ইন্দ্রের গজরত্ন, ঐরাবত, তরুরত্ন পারিজাত, উচ্চৈশ্রবা। ব্রহ্মার রত্নাযুত, হংসযুত বিমান, ধনেশ্বরের মহা পদ্মনিধি পঙ্কজ মালা। বরুনের স্বর্ণস্রাবী চত্ররত্ন, দক্ষের মহারথ

উৎক্রান্তিদা, মৃত্যু শক্তি, বরুনের পাশ অস্ত্র, অনলের অগ্নিপুত নির্মল বসন যুগল, সবই আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে। তবে কেন আপনি ঐ নারীরত্নকে স্ত্রী রূপে গ্রহন করিবেন না ?''

চন্ড ও মুন্ড ভৃত্যদ্বয়ের বাক্য শুনিয়াদৈত্যাধিপতি শুম্ভরাজ, দৈত্য সেনাপতি, সুগ্রীবরে দূত রূপে দেবীর নিকটে পাঠাইলেন। দৈত্য সেনাপতি, সুগ্রীব, পর্ব্বত বাসিনী, পর্ব্বত নন্দিনী, পার্ব্বতীর নিকটে আসিয়া অতীব মধুর কণ্ঠে, দৈত্যরাজ শুম্ভাসুরের ভাষায় কহিলেন ''হে সুন্দরী, ত্রৈলোক্য মাঝে যত দেবগণ আছে, তাহারা সবাই আমার আজ্ঞানুবর্তী, আজ্ঞাবাহী। ত্রৈলোক্যের সমুদয় যজ্ঞভাগ আমি পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহন করি। ত্রিভূবনে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ধন, রত্ন, অশ্ব, গজ, ঐরাবত, উচ্চৈশ্রবা, আরও অনেক কিছু সবই আমার গৃহে শোভা পাইতেছে। তুমি দেবী ত্রিলোক মাঝে শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন। আমি বিশ্বস্বামী। আমারে তোমার স্বামীরূপে গ্রহণ কর। আমার পত্নীত্ব স্বীকার করিলে, সমুদয় ঐশ্বর্য্যই তুমিই পাইবে নিশ্চিত।

এই জগত খানি, যিনি ধরিয়া / ভরিয়া আছেন ভূবনেশ্বরী, ভগবতী দূর্গাদেবী, সুভদ্রা, শিবানী, দৈত্যদূত সুগ্রীবের মুখে (শুম্ভাসুরের ভাষ্যে) বাক্য শুনিয়া, মৃদু মৃদু হাস্যে, মধুর কণ্ঠে (স্বরে) কহিলেন। ''সত্য ছাড়া মিথ্যা বল নাই। ত্রিলোক অধিপতি শুম্ভ ও নিশুম্ভ, উভয়েই মহাবলবান, মহা-বীর্যবান। কিন্তু, আমি অল্প বুদ্ধিমতি। না জানিয়া পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সংগ্রামে যিনি আমারে পরাজিত করিয়া, আমার দর্প (দাম্ভিকতা) চুর্ণ করিবেন, আমি তাহারেই স্বামীরূপে গ্রহণ করিব। বিলম্ব না করিয়া, সত্বর যাইয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভরে কহিও, সংগ্রামে আমারে পরাজিত করিয়া, আমার পানি গ্রহন করিতে।'' দৈত্য সেনাপতি সুগ্রীব কহিল 'দেখিতেছি দেবী তুমি ভীষণ অহংকারী। এই ত্রৈলোক্য মাঝে এমন কোন পুরুষ নাই, যিনি, শুম্ভ ও নিশুম্ভের

© Copyright Klik Infotech

সমক্ষে দাড়াইতে পারে । যুদ্ধে পরাজিত সকল দেবগণ শুম্ভ ও নিশুম্ভের আজ্ঞাবাহি। হে দেবী তোমার , স্ব-সম্মান বাঁচাইতে চল শিঘ্র, নতুবা তোমার কেশাকর্ষনে লইয়া যাইব ।' দেবী কহিলেন -

''যতার্থই বলিয়াছ । নিশুম্ভ ও শুম্ভ ভাতৃদ্বয় মহাবলবান, মহাবীর্য্যবান, কিন্তু না জানিয়া পূর্ব্বেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখন কি প্রকারে তাহা লঙ্ঘিব বল ? বিলম্ব না করিয়া, সত্বর যাইয়া উভয় দৈত্যরাজ-দ্বয়ে আমার প্রতিজ্ঞার কথা বলিও । তাহারা বিচার করিয়া, যাহা যুক্তি যুক্ত মনে করিবেন, তাহাই সত্বর পালন করিবেন ।''

ষষ্ঠ পর্ব

দৈত্যরাজ শুম্ভ, দৈত্যদূত সুগ্রীবের মুখে দেবী বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ধুম্রলোচনেরে কহিলেন ''হে, ধুম্রলোচন, সসৈন্যে, সুসজ্জিত হইয়া, সত্বর দেবীর নিকটে গিয়া দেবীরে কেশাকর্ষনে আমার সন্নিধানে উপস্থিত কর । যদি গন্ধব্য, যক্ষ, বা কেহ, কোন বাধার সৃষ্টি করে, তবে তাহারে বধিতে কুণ্ঠিত হইওনা'' ।

দৈত্য সেনাপতি ধুম্রলোচন দৈত্যরাজের আদেশে, স্বসৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া, হিমাচলে যেখানে অম্বিকা দেবী অবস্থিতা, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, উচ্চস্বরে দেবীরে কহিলেন, ''হে দেবী প্রীতিবসে চল শুম্ভ, নিশুম্ভের নিকটে । আর যদি প্রীতিবসে না যাও, তবে তোমারে বাহুবলে, কেশাকর্ষনে বিবশা করিয়া লইয়া যাইব ।''

দেবী কহিলেন ''দৈত্যেশ্বর, দৈত্যরাজ তোমারে নিজে পাঠাইয়াছে ? সেনা পরিবৃত করিয়া ? ওহে সেনাপতি, আমারে যদি বল পুর্ব্বক নিয়েই যাও, তবে আমি কি করিতে পারি বল ?''

দেবীর বাক্য শুনিয়া দৈত্য সেনাপতি ধুম্রলোচন ক্রোধে দেবীর প্রতি ধাবিত হইলে, দেবী অম্বিকা পলক নয়নে তাহারে ভস্ম করিলেন ।

দৈত্য সেনাপতি ধুম্রলোচন নিহত দেখিয়া অবশিষ্ট দৈত্যগন, কেহ তীক্ষ্ণ বানে, কেহ শক্তি অস্ত্রে, কেহ কুঠার বর্ষনে, দেবীরে আচ্ছাদিলে, দেবীর বাহন, কেশরী সিংহ ক্রোধে, কেশর কম্পিত করিয়া অসুর সেনাদের মাঝে প্রবেশিয়া, কারাঘাতে, চপেটাঘাতে, শত্রু সেনাদের নিহত করিতে লাগিল, অনেকে ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল ।

সপ্তম পর্ব

দৈত্য সেনাপতি ধুম্রলোচন সহ সকল দৈত্য-সেনা, নিহত দেখিয়া, দৈত্যরাজ শুম্ভ অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া, চন্ড ও মুন্ড মহাসুর দ্বয়ে আদেশ দিলেন ''হে চন্ড ও মুন্ড, বহু সংখ্যক দৈত্যসেনা সহ বিভিন্ন প্রকারের ভয়ঙ্কর অস্ত্রে, শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, সত্বর যাইয়া দেবীর বাহন সিংহেরে নিধন কর । সিংহ নিহত হইলে, দেবী হীন বল হইবে, তখন দেবীরে ধৃত বা আবদ্ধ করিয়া আমার সন্নিধানে উপস্থিত কর ।''

দৈত্যেশ্বর, দৈত্যরাজের আদেশ পাইয়া চন্ড ও মুন্ড মহানাসুর দ্বয়, চতুরঙ্গ বল সঙ্গে, একত্রে মিলিয়া শৈলেন্দ্র শিখরে ছুটিল, যেখানে, অম্বিকা দেবী কেশরী সিংহের উপরে বসিয়া আছেন । তাহার বদনে / মুখে মৃদুল হাসি খেলিতেছে । ইহা দেখিয়া চন্ড ও মুন্ড সেনাপতি-দ্বয় সহ সকল দৈত্যগন, দেবীরে গ্রহন করিতে উদ্যোগীত হইয়া, কেহ ধনুর্ব্বানে, কেহ অসি হস্তে, কেহ যষ্ঠি হস্তে দেবীর প্রতি ধাবিত হইল । ইহা দেখিয়া দেবী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন । এবং আকস্মাৎ কৃষ্ণ বর্ণরূপ ধারণ করিলেন । তাহার ভ্রুকুটি বশতঃ ফলক হইতে এক ভীষণা, কুটিলা করাল বদনা, শুস্ক মাংস দেহা, বিস্তার বদনা, ভৈরবী ভীষনা, কোঠাগত ত্রিনয়না, কালী দেবী উদিত হইয়া মহাদেবীর পাশ সরূপিনী রূপে থাকিয়া, হু-হুংকার করিয়া সর্ব্বদিগ্ দিগন্ত প্র-পরিত করিয়া, দৈত্য সেনাদের নাশিতে লাগিলেন । পুরভাগে গজারুড়, পৃষ্ঠ

© Copyright Klik Infotech

ভাগে যত শত্রু যোদ্ধাগণ, ঘন্টা সমন্বিত গজগন, দেবী হস্তে ধরিয়া ধরিয়া মুখে পুরিতে লাগিলেন। অশ্বারোহি সহ অশ্ব, সারথি সহ রথ, মুখেতে পুরিয়া চর্ব্বন করিতে লাগিলেন। কাহারেও কেশাকর্ষনে, কাহারেও গ্রীবাদেশ ধরিয়া, কাহারেও পদাঘাতে, কাহারেও বক্ষচাপে, কাহারেও খড়্গাঘাতে, কাহারেও খট্টাঙ্গ তাড়নে, দৈত্য সেনাদের নিধন করিলেন। শত্রু নিক্ষিপ্ত সকল অস্ত্র, শস্ত্র দন্তপেশনে বিনাশ করিলেন।

এই ভাবে নিজ সৈন্যদের নিহত দেখিয়া ভীষণ ক্রোধে, চন্ড, মুন্ড অসুরদ্বয় কালীদেবীরে বধিতে বিভিন্ন ভয়ঙ্কর অস্ত্র, শস্ত্র নিক্ষেপিলে, দেবী সেই সকল অস্ত্র, শস্ত্র মুখে পুরিবার সময় দিবাকর সূর্য্যদেব, মেঘ মধ্যে প্রবেশিলেন। তখন করাল বদনা কালীদেবীর মুখের দন্ত সকল উজ্জলিত হইয়া / উজলিত হইয়া ''হুম্‌হুম্‌ শব্দে ধাবিত হইয়া চন্ডের কেশধরিয়া তাহারে খড়্গাঘাতে বধিলেন।

চন্ডাসুর নিহত দেখিয়া মুন্ডাসুর কালী দেবীরে বধিতে ধাবিত দেখিয়া, দেবী তাহারেও খড়্গাঘাতে বধিলেন। মহা দৈত্যসেনাদ্বয় নিহত দেখিয়া, অবশিষ্ট দৈত্য সেনা-গণ ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

অতঃপর কালীকাদেবী, চন্ড ও মুন্ড দৈত্য সেনাপতি-দ্বয়ের শিরদ্বয় হস্তে চন্ডিকা দেবীর সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন ''হে চন্ডিকা দেবী, যুদ্ধ যজ্ঞ হইতে চন্ড ও মুন্ডের শিরদ্বয় আমি তোমারে উপহার দিলাম। এইবার, তুমি নিশ্চই শুম্ভ ও নিশুম্ভরে বধিবা।''

কালিদেবীর আনিত যুদ্ধ যজ্ঞ উপহার চন্ড ও মুন্ডর শিরদ্বয় দেখিয়া, কল্যানময়ী চন্ডিকা দেবী মধুর স্বরে কহিলেন ঃ - ''যেহেতু তুমি যুদ্ধ যজ্ঞ হইতে আনিত চন্ড ও মুন্ডর শিরদ্বয় আমারে উপহার দিলে, আমিও তোমারে ''বর'' দিলাম, তুমি বিশ্ব চরাচরে ''চামুন্ডা'' নামে বিখ্যাত হইবে।''

© Copyright Klik Infotech

অষ্টম পর্ব

চন্ড ও মুন্ড সহ অসংখ্য দৈত্যসেনা নিহত দেখিয়া, ভৈরব শাসন বীর দৈত্যরাজ শুম্ভ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া সকল দৈত্যাসুরগণদের আদেশ দিলেন - ''হে দৈত্যাসুরগণ, তোমরা যে যেখানে আছ বা থাক, সবে মিলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। প্রধান প্রধান দৈত্যসেনা, ষড়শিতি আয়ুধকর, সর্ব্ব বলবান চতুরশিতি দৈত্য কুম্ভগন, কোটি বীর্য্য পঞ্চাশত দৈত্যকুল, ধৌম্রকুলের একশত, কালক-দৌহৃদ-মৌর্য্য-কালকেয়গণ, যে যেখানে থাক বা আছ, সবে মিলে, অবিলম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।'' এইরূপ আদেশান্তে, নিজেও রণসাজে সু-সজ্জিত হইয়া, সহস্র, সহস্র মহা দৈত্যসেনাদল সঙ্গে লইয়া রণক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

আসিতেছে মহা দৈত্য সেনাদল দেখিয়া অম্বিকা দেবী, ঘোরতর, ঘন ঘন ধনুর টংকার করিতে লাগিলেন। কেশরী সিংহ উচ্চস্বরে নিনাদ করিতে লাগিল। বিস্তৃত, করাল বদনা কালী দেবীর গভীর হু-হুংকার, সিংহের গর্জ্জন, অম্বিকা দেবীর ধনুর টংকার, সবে মিলে আকাশ, বাতাস, ধরাতল প্র-পুরিত হইল।

উক্ত শব্দ অনুসরণ করিয়া দৈত্যসেনা দল, সরোষে আসিয়া দেবী-সিংহ-কালিকা ত্রয়ে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কার্ত্তিক, সুরপতি ইন্দ্র সহ সকল দেবগণদের কোপান্বিত দেহ হইতে যাহার যে রূপ, সেই সেই রূপে মহাবলবান, মহাবীর্য্যবান এক এক মহাশক্তি বাহিরিয়া চন্ডিকা দেবীর পাশে উপস্থিত হইলেন।

আসিলেন বৃষোপরি বসিয়া, মহানত্রিশূল ধারিনী, মাহেশ্বরী দেবী, পরিধানে মহা ভূজঙ্গ বলয়।

আসিলেন ময়ুর শ্রেষ্ঠে বসি, কৌমারী কার্ত্তিকেয় শক্তি, অম্বিকা দেবী, মহা শক্তি অস্ত্র ধারিনী।

আসিলেন ব্রহ্মা শক্তি, হংসযুত রথোপরি বসি ব্রহ্মানী, অক্ষমালা ও কমন্ডুলু হস্তে ধরি

আসিলেন গরুড়ের পৃষ্ঠে বসি মহতী বৈষ্ণবী শক্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, শাঙ্গ, খড়গ ধারিনী।

আসিলেন মুরতী যজ্ঞ বরাহ, অতি মনোহর বরাহ তনু, পরমা শ্রী হরি শক্তি।

আসিলেন নৃসিংহের রূপ ধরি নারসিংহী শক্তি।

আসিলেন গজ পৃষ্ঠে বসি, সহস্র নয়না, সুমহান ইন্দ্রশক্তি, বজ্জ হস্তে ধরি।

সর্ব্ব দেব গণদের মহাশক্তি পরিবৃতা চন্ডিকা দেবীরে ঈশান কহিলেন - ''ওহে সুন্দরী, আমার সন্তুষ্টির জন্য এখনই দৈত্যগণদের বধ কর।''

তখন চন্ডিকাদেবীর দেহ হইতে বাহিরিল এক অতি ভয়ঙ্করা শত শিবা নিনাদিনী, উগ্রা, ঘোরতরা, ভীষণা চন্ডিকা শক্তি এবং ধুম্রকুট, ঈশানেরে কহিলেন 'হে, ভগবান, আপনি দূত রূপে শুম্ভ, নিশুম্ভের নিকটে গমন করুন।'

অনন্তর, গর্ব্বিত দৈত্য রাজ-দ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভ সহ যত দৈত্য সেনাগণ রণ সাজে সজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যরাজ শুম্ভ দেবগণদের কহিলেন ''হে দেবগণ তোমরা যদি বাঁচিতে চাহ, তবে, অনতিবিলম্বে, ইন্দ্র সহ সকল দেবগণ পাতালে প্রবেশ কর। আর তোমরা যদি বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া থাক, তবে সমরে অবতীর্ণ হও। আমার শিবাগণ, তোমাদের মাংস, পিন্ড, ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইবে।''

সেই সময় চন্ডিকা / দূর্গা দেবী শিবে দৌত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং বিশ্বচরাচরে ''শিব দূতী'' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শিব উক্ত, দেবীর বাক্য শুনিয়া, শুম্ভ, নিশুম্ভ সহ সকল দৈত্যসেনাগণ সবে মিলে দেবী কাত্যায়নীরে বিভিন্ন অস্ত্র, শস্ত্রে, শর শক্তিতে আচ্ছাদিলে, দেবী ধনুর্ব্বানে অসুর নিক্ষিপ্ত সকল অস্ত্র, শস্ত্র, খান্ খান্ করিয়া বিনষ্ট

করিলেন। দেবীর অগ্রভাগে ''চামুন্ডা কালিকা'' শূলাঘাতে, খট্টাঙ্গে মর্দ্দিত করিয়া বিচরন করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ যে যে স্থানে প্রভাবিত, সেই সেই স্থানে, ব্রহ্মানী, মন্ত্রপুত কমন্ডুলুর জল নিক্ষেপে শত্রুগণদের সদা, সর্ব্বদা, শঙ্কিত, হত বীর্য্য, হতে তেজ, উদ্যত রহিত করিতে লাগিলেন। মাহেশ্বরী, ত্রিশূলাঘাতে, বৈষ্ণবী, মহান চক্রে কৌমারী শক্তি অস্ত্রে, দৈত্যসেনাদের নিহত করিতে লাগিলেন। কত শত শত, প্রধান প্রধান দৈত্য-দানব, কৌমারীর শক্তি অস্ত্রে, ঐন্দ্রির মহা অস্ত্রে বিদারিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কেহ কেহ নারসিংহীর দন্তাঘাতে, নখাস্ত্রে বিদারিত, বারাহীর তুন্ডাঘাতে বিধ্বস্ত। নারসিংহীর ভীষণ নিনাদে শিবদূতীগণদের ভীষণ অট্ট অট্ট হাস্যে, শত শত দৈত্য যোদ্ধা মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ক্রুদ্ধা মাতৃগণ দ্বারা মহানাসুরগণদের মর্দ্দিত দেখিয়া, অনেক দৈত্য ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ইহা সচোক্ষে দেখিয়া মহানাসুর ''রক্ত বীজ'' যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। রক্তবীজের বৈশিষ্ট হইল, তাহার দেহের যত ফোঁটা রক্ত ভূমিতে পড়িবে, ততই রক্তবীজ সমকক্ষ দৈত্যাসুর যোদ্ধা জন্মিবে।

অতঃপর, মহানাসুর রক্তবীজ, ইন্দ্রশক্তির সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের, ভয়ানক অস্ত্র, শস্ত্র নিক্ষিপ্তে, বিনিক্ষিপ্তে, যুদ্ধক্ষেত্র, ভীষনাকার ধারন করিল। ঐন্দ্রির বজ্রাঘাতে, রক্তবীজের দেহ, মস্তক, ক্ষত, বিক্ষত হইয়া যত ফোঁটা রক্ত ভূমিতে পড়িল, ততই রক্তবীজের সমকক্ষ দৈত্যযোদ্ধা জন্মিয়া মাতৃগণদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐন্দ্রির বজ্রাঘাতে, গদাঘাতে রক্তবীজের দেহের পতিত রক্ত হইতে সহস্র, সহস্র, তাহার সমকক্ষ দৈত্য যোদ্ধা উৎপন্ন হইয়া জগত ব্যাপি পুরিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কৌমারী, শক্তি অস্ত্রে, বারাহী তুন্ডাঘাতে, ও খড়গাঘাতে, মাহেশ্বরী ত্রিশূলাখাতে রক্তবীজেরে ক্ষত বিক্ষত করিলে, রক্তবীজ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া

© Copyright Klik Infotech

সমগ্র মাতৃগণদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । যোদ্ধা মাতৃগণ বিভিন্ন ভয়ঙ্কর অস্ত্রে, শস্ত্রে, শক্তি - শূলাঘাতে রক্ত বীজেরে আহত করিলে, রক্ত বীজের দেহজাত, ভূমিতে পতিত, রক্ত হইতে সহস্র সহস্র তাহার সমকক্ষ দৈত্যাসুর উৎপাদিত হইয়া জগত ব্যাপি প্র-পুরিত হইল । ইহা দেখিয়া দেবগণ শঙ্কিত হইলেন । তখন ভূবনেশ্বরী, ভগবতী চন্ডিকা দেবী, চামুন্ডা কালিকা দেবীরে কহিলেন ''হে চামুন্ডে, তোমার বদন বিস্তার কর । আমার অস্ত্র, শস্ত্রের আঘাতে যখনই রক্তবীজের দেহ হইতে রক্ত বাহিরিবে, তুমি তৎক্ষনাৎ তাহা মুখে পুরিবে । এই ভাবে তোমার বিস্তারিত বদন পূর্ণ কর । এই ভাবেই রক্তবীজজাত দৈত্যগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে । আর রক্তবীজজাত কোন দৈত্যাসুর জন্মিবে না ।''

অতঃপর, চন্ডিকা দেবী রক্তবীজেরে শূলাঘাত করিলে যে রক্ত বাহিরিল, তাহা তৎক্ষনাৎ চামুন্ডা কালিকা দেবী মুখে পুরিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া রক্তবীজ অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া চন্ডিকা দেবীরে গদাঘাত করিলে, দেবীর বিন্দুমাত্র বেদনা হইল না । বরং ঐ গদা চুর্ণ, বিচুর্ণ হইল । চন্ডিকা দেবী শূল, বজ্র, বান, অসি, ঋষ্টি ও বিভিন্ন অস্ত্র, শস্ত্রে রক্তবীজেরে ক্ষত, বিক্ষত করিলে যে রক্ত ধারা বাহিরিল, তাহা, দেবী চামুন্ডা কালিকা তৎক্ষনাৎ পান করিলেন । চামুন্ডা দেবী পীত শোনিত রক্ত বীজেরে মহাদেবী মহাঘাত করিলে, মহানাসুর দৈত্যসেনা রক্তবীজ, রক্তহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন ।

অনন্তর, দেবগণ আনন্দিত হইলেন, তাহাদের দেহজাত মাতৃ যোদ্ধাগণ সানন্দে নাচিতে লাগিলেন ।

নবম পর্ব

রাজা সুরথনাথ কহিলেন - ''দেবীর মহিমা অপার, রক্তবীজ মহানাসুরে বধিয়াছেন । তাহার পর আর কি কি হইল ? শুম্ভ ও নিশুম্ভের কি হইল ?''

ঋষি কহিলেন ঃ ''যুদ্ধে রক্তবীজ নিহত ও অন্যান্য দৈত্যসেনাদের দুরাবস্থা দেখিয়া নিশুম্ভ ও শুম্ভ, দৈত্য-রাজ-দ্বয় অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । নিশুম্ভ প্রধান প্রধান দৈত্যসেনাদের সঙ্গে লইয়া, এবং মহাবলবান, মহাবীর্য্যবান দৈত্যরাজ শুম্ভ, সসৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া দেবীরে বধিতে দেবীর প্রতি ধাবিত হইলেন । নিশুম্ভ ও শুম্ভ ভাতৃদ্বয় বিবিধ প্রকারের ভয়ঙ্কর অস্ত্র, শস্ত্র দেবীর প্রতি নিক্ষেপিলে, দেবী সেই সকল অস্ত্র, শস্ত্র অনায়াসে খন্ড খন্ড করিয়া, উভয় অসুর রাজদ্বয়ে ক্ষত, বিক্ষত করিলেন । নিশুম্ভ চর্ম্ম, বর্ম্ম ধারন করিয়া খড়্গ, খরাশনে দেবীর বাহন সিংহের মস্তকে ভীষণ প্রহারিলে, দেবী ''খুরপ্র'' নামক অস্ত্রে নিশুম্ভের অষ্টচন্দ্র-বিভূষিত চর্ম্ম, বর্ম্ম খড়্গ কাটিলেন । চর্ম্ম, বর্ম্ম খড়্গ হীন নিশুম্ভ শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপিলে, তাহা আসিতে না আসিতেই দেবী চক্রাস্ত্রে কাটিলেন । নিশুম্ভ শূল অস্ত্র নিক্ষেপিলে দেবী তাহা মুষ্টাঘাতে চুর্ণ করিলেন । নিশুম্ভ বিঘুর্নিত গদা নিক্ষেপিলে দেবী ত্রিশূলাঘাতে তাহা বিনষ্ট করিয়া ভস্ম করিলেন । নিশুম্ভ কুঠার হস্তে দেবীর প্রতি ধাবিত দেখিয়া দেবী, সরাঘাতে নিশুম্ভরে ভূমিতে পতিত করিলেন ।

ভীমপরা ভ্রাতা, নিশুম্ভ ভূতলে পতিত দেখিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভ, অম্বিকা দেবীরে বধিতে অনুপম অষ্টভূজে, বিবিধ প্রকার শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রথোপরি আসিতেছে দেখিয়া দেবী ঘনঘন ঘন্টার ধ্বনিতে, ধনুর টংকার জ্যা শব্দে দিগ দিগন্ত প্রপুরিত করিয়া দৈত্য সেনাদের তেজ, দর্প, উদ্যত তেজ রহিত করিলেন ।

© Copyright Klik Infotech

দেবীর ধনুর টংকার, পশুরাজ সিংহের মহা গর্জ্জন, দেবীর ঘন্টার ধ্বনি, সবে মিলে, পৃথিবীর দিগ-দিগন্ত প্রপুরিত হইল। তখন কালিকা দেবী, আকাশে উঠিয়া, দুই হাতে মাদল বাজাইবার ন্যায় পৃথিবী তাড়ন মহাশব্দ করিলে, পুর্ব্বস্থিত সকল শব্দ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইল। এবং শিবদূতীগণদের ভীষণ অট্ট অট্ট হাস্যে, শুম্ভাসুর মহারোষে জ্বলিতে লাগিলেন। অম্বিকা দেবী কহিলেন ''তিষ্ঠ, তিষ্ঠ ক্ষণ কাল ওহে দুরাত্মন'' । শূন্য মার্গের যত দেব, ঋষিগণ, দেবীর জয় ধ্বনি করিলেন। দৈত্যরাজ শুম্ভাসুর জ্বলন্ত শক্তিবান নিক্ষেপিলে, দেবী তাহা উল্কা বানে নির্ব্বাপিত করিলেন। দৈতরাজ শুম্ভাসুর নিক্ষিপ্ত শত শত, সহস্র সহস্র অস্ত্র, শস্ত্র দেবী নিজ অস্ত্রে, শস্ত্রে কাটিলেন। আবার দেবী নিক্ষিপ্ত শত শত, সহস্র সহস্র অস্ত্র, শস্ত্র শুম্ভাসুর কাটিলেন। দেবী অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া শুম্ভাসুরেরে শূলাঘাতে আহত করিলে, শুম্ভাসুর মুর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

অপর দিকে, আকস্মাৎ, নিশুম্ভ চেতনা পাইয়া ধনুর্ব্বানে কেশরী সিংহ - কালিকা - চন্ডিকা দেবীরে আচ্ছাদিলে, বিপদ দেখিয়া বিপদ বারিনী দুর্গাদেবী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, নিশুম্ভ নিক্ষিপ্ত চক্রবান, নিজ বানে কাটিলেন। নিশুম্ভ, গদা হস্তে, এবং সমুদয় দৈত্যগণ একত্রে, মিলিত ভাবে চন্ডিকা দেবীরে বধিতে ধাবিত দেখিয়া, দুর্গাদেবী, ঐ সকল অস্ত্র, শস্ত্র, আসিতে না আসিতেই নিজ খড়্গে কাটিলেন। অমর দলন কারী মহানাসুর নিশুম্ভ শূল অস্ত্র হস্তে আসিতেছে দেখিয়া চন্ডিকা দেবী, অতি বেগমান নিঘুর্নিত মহাশূলে নিশুম্ভের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। শূলবিদ্ধ নিশুম্ভের দেহ হইতে তাহার সমকক্ষ এক দৈত্যাসুর বাহিরিয়া ''তিষ্ঠ, তিষ্ঠ'' উচ্চারন করিতে লাগিলে, দেবী ঘোর রোলে হাসিয়া, বহির্গত দৈত্যাসুরের মস্তক ছেদন করিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে নিশুম্ভ ভূমিতে পড়িয়া মৃত্যু বরণ করিল। কেশরী সিংহ - কালিকা - শিবদূতীগণ, ভক্ষন করিতে লাগিল।

কৌমারীর শক্তি অস্ত্রে বিদীর্ণ বহু দৈত্য, ব্রহ্মানীর মন্ত্রপুত কমন্ডুলুর জল নিক্ষেপে, বহু দৈত্যসৈনা হত তেজ ও বিধ্বস্ত হইল, মাহেশ্বরীর ত্রিশূলাঘাতে, বারাহীর তুন্ডাঘাতে কত শত শত দৈত্য সেনা খন্ড খন্ড দেহে প্রান ত্যাগ করিল। কেশরী সিংহ - কালিকা শিবদূতী গণ কত কত দৈত্যেরে ভক্ষন করিল।

দশম পর্ব

প্রানাধিক ভ্রাতা (ভাই) নিশুম্ভ নিহত দেখিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভাসুর আস্ফালন করিয়া দেবীরে কহিলেন - ''হে দুর্গে তোমার অহঙ্কার বৃথা। তুমি অপরের শক্তি আশ্রয়ে যুদ্ধ করিতেছ।'' দেবী কহিলেন - ''এই জগত মাঝে আমিই এককিনী, দ্বিতীয় কেহ নাই। তুমি যাহাদের দেখিতেছ, তাহারা সবাই আমার বিভূতি মাত্র। এখন, আমাতেই প্রবেশিবে।''

অতঃপর, ব্রহ্মানী সহ সকল প্রমথ রূপগণ, দেবী-দেহে প্রবেশিয়া অন্তর্হীতা হইলে, দেবী কহিলেন - ''হে দুরাত্মন, আমার বিভূতির প্রভাবে যত প্রমথ রূপ ছিল, তাহা সকলই আমি প্রত্যাহার করিলাম। এখন আমিই একাকিনী রণক্ষেত্রে, দ্বিতীয় কেহ নাই। এইবার তুমি ঘোরতর রণের জন্য প্রস্তুত হও।''

অনন্তর দেবী ও শুম্ভাসুর ঘোরতর রণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবাসুরগণ তাহাদের উভয়ের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। শত শত, সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর অস্ত্র, শস্ত্র নিক্ষিপ্তে, বিনিক্ষিপ্তে, রণক্ষেত্র ভীষণাকার ধারন করিল। শুম্ভাসুর অতি ভয়ঙ্কর শত শত বানে, দেবীরে আচ্ছাদিলে, দেবী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বান বরিষণে শুম্ভাসুরের ধনুচ্ছেদ করিলেন। দৈত্য রাজ শুম্ভাসুর শক্তি অস্ত্র হস্তে ধরিবা মাত্রেই, দেবী তাহা চক্রাস্ত্রে ছেদন করিলেন। শুম্ভাসুর শত চন্দ্র সমন্বিত প্রতিভাবান

© Copyright Klik Infotech

অনন্তর দেবী ও শুম্ভাসুর

ঘোরতর রণে প্রবৃত্ত হইলেন

চর্ম্ম বর্ম্ম ধারণ করিয়া, খড়্গ হস্তে দেবীর প্রতি ধাবিত দেখিয়া, চন্ডিকা (রূপিনী) দেবী তীক্ষ্ণ বানে তাহা ছেদন করিলেন। অশ্বহীন, ভগ্ন শরাসন, সারথি বিহীন শুম্ভাসুর, ভয়ঙ্কর অস্ত্র মুদগার হস্তে দেবীর প্রতি ধাবিত হইলে, দেবী তাহা তিক্ষ্ণ বানে কাটিলেন। সর্ব্ব অস্ত্রহীন শুম্ভাসুর মুষ্টি উদ্যত করিয়া দেবীর হৃদয়ে প্রহারিলে, দেবী অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া, ভীষণ চপেটাঘাতে শুম্ভাসুরে মহিতলে নিপতিত করিলেন। আচম্বিতে শুম্ভরাজ মহিতল হইতে উঠিয়া, দেবী সহ শূন্য মার্গে উঠিয়া বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিরাশ্রয় হইয়াও, মহাদেবী আদ্যাশক্তি, ভগবতী দেবী শূন্য মার্গে বাহু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। গগন মন্ডলে অবস্থিত সিদ্ধ মুনি, ঋষিগণ উভয়ের বাহু-যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। বহুক্ষন বাহু যুদ্ধের পর, আদ্যাশক্তি ভূবনেশ্বরী ভগবতী দেবী দৈত্যরাজ শুম্ভাসুরে উত্তোলন ও বিঘুর্নিত করিয়া ধরাতলে নিক্ষেপিলেন। দৈত্যরাজ শুম্ভাসুর পুনরায় ধরাতল হইতে উঠিয়া মুষ্টি উদ্যত করিয়া দেবীরে বধিতে আসিতেছে দেখিয়া, দেবী তৎক্ষনাৎ ত্রিশূলাঘাতে, দৈত্যাধিপতি, দৈত্যরাজ শুম্ভাসুরের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া ভূতলে নিপতিত করিলেন। ভগবতীদেবীর (চন্ডরূপ ধারিনী চন্ডিকার) ত্রিশূলাঘাতে ক্ষত, বিক্ষত মহা বলবান, মহাবীর্য্যবান দৈত্যেশ্বর, দৈত্যরাজ, শুম্ভাসুর, সদ্বীপা, স-সাগরা, ধরনী কম্পিত করিয়া ভূ-তলে পতিত হইল।

মহাবলবান, মহাবীর্য্যবান নিশুম্ভ ও দৈত্যেশ্বর দৈত্যরাজ, শুম্ভ নিহত হওয়াতে, দৈত্য রাজত্বকাল শেষ হইল। দৈত্য রাজত্ব কালে যে সকল মেঘগণ উল্কাসনে মিলিয়া উৎপাত করিত, তাহারা নিজ নিজ সুপথে চলিতে লাগিল। দিবাকর সূর্য্যদেব আপন নিয়মে সর্ব্বদিগ দিগন্ত উজলিয়া আপন পথে চলিতে লাগিল। নদ-নদী আপন আপন পথে চলিতে লাগিল, বায়ু আপন নিয়মে, আপন পথে বহিতে লাগিল, স্বর্গের অপ্সরীগণ আনন্দে নাচিতে লাগিল। অসুর তাপিত রাজত্ব কাল শেষ হইল এবং পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। পৃথিবী অতীব শান্ত ও সুস্থ হইল।

একাদশ পর্ব

জগত বিধ্বংসকারী, দুর্জ্জয়, মহানাসুর-দ্বয় নিশুম্ভ ও শুম্ভ নিহত দেখিয়া, ইন্দ্রসহ সকল দেবগণদের অভিষ্ট প্রপুরিত এবং তুষ্ট হইল। এবং তাহারা আপন আপন অধিকারাদি ফিরিয়া পাইয়া, সবে মিলিয়া, আশান্বিত মনে, সবদিক্ মন্ডল, ধ্বনিত করিয়া কাত্যায়নির স্তবে রত হইলেন। যথা -

তুমি মা ভূবনের ঈশ্বরী ''ভূবনেশ্বরী'', কৃপা কর শরনাগতরে, জন দুর্গতি হারিনী। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা মাহেশ্বরী রূপে মহাবৃষ বাহিনী, মহাত্রিশূল ধারিনী, শশাঙ্ক ভালিনী, নৃমুন্ড মালিনী। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা কৌমারীরূপে, ময়ুরকুক্কুট বেস্টিতা, মহাশক্তি ধারিনী, নিস্কলঙ্কা বিশ্ব-চরাচরে বিচরন কারিনী। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা বৈষ্ণবীরূপে শঙ্খ, চক্র, গদা, শাঙ্গ, পরম আয়ুধ ধারিনী, তব পদে নমি নারায়নি।

© Copyright Klik Infotech

তুমি মা বরাহ রূপিনী, শিবা, মহা উগ্র চক্র ধারিনী, সর্ব্ব দুঃখ হারিনী, দশনে উদ্ধারিনী, তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা উগ্র সিংহ রূপে উদ্যত দৈত্য/দানবগণে নিধনে, ত্রৈলোক্য তারিনী, তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা ইন্দ্রানী রূপে, সহস্র নয়না, মস্তকে সুমহান কিরিটি ধারিনী, বজ্র হস্তে, বৃত্য-প্রাণ দৈত্যগণে নাশিনী, তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি শিবদূতীরূপে, দৈত্যসেনাগণে নাশিতে, ঘোররূপা মহা নিনাদিনী, তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা চামুন্ডারূপে করাল বদনা কালী দেবী, গলে নরমুন্ড মালিনী, তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা লক্ষ্মী, মহাবিদ্যা, লজ্জা সরূপিনী, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, তুষ্টি, স্বাহা, স্বধা। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা শ্রেষ্ঠা, মেধা, সরস্বতী, সত্ব, রজ, তম গুনবতী, নিয়তির ঈশ্বরী। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা দূর্গা, সর্ব্ব শক্তি সরূপিনী, সবার ঈশ্বরী সর্ব্বেশ্বরী, সবার ভয়, দুঃখ, দূর্গতি নাশিনী, দশনে উদ্ধারিনী, তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা মহিরূপে, বিশ্বব্রহ্মান্ডে আধার রূপে জগত পালিনী। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা জলরূপে (অবস্থিতা) স্নিগদ্ধ কর এই বিশ্বচরাচরে। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা বৈষ্ণবী শক্তি, বিশ্ব-বীজ সরূপিনী, অনন্ত, অসীম। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা পরম-মায়া, মোহিত কর এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডে, প্রসন্না হইলে, সংসারে ধ্রুব মুক্তি কারিনী। তব পদে নমি নারায়নি।

এই জগত মাঝে, যত নারী মূর্ত্তি আছে, সবাই বিদ্যা দেবীর অংশভুতা, তুমিই মা তাহাদের জননী, একাকিনী। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা ভবানী, স্তব, স্তুতি অগ্রগন্যা ব্রহ্মান্ড ব্যপিয়া আছ তারা ত্রিনয়নী। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা সর্ব্বভূতে, স্বর্গ, নরক ও মুক্তি দায়িনী। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা সর্ব্বভূতে, পল, দন্ড, কাল রূপে পলকে নাশিনী। বিশ্ব শক্তি তোমার। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা গৌরী, সর্ব্ব মঙ্গল কারিনী, সংসাধিনী, আশ্রিতের পালিনী দেবী, ত্রিনয়নী। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা সর্ব্ব দুঃখ, শোক, তাপ, পাপ হারিনী। সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশিনী, গুনাশ্রয়ে গুনময়ী। আতুর, স্মরনাগতরে, দীন, হীন, জনে পরিত্রান কারিনী। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা ব্রহ্মানীর রূপে, হংসযুত রথে আরোহিয়া কুশাগ্রে শান্তি বারি সিঞ্চণ কারিনী। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা কাত্যায়নি, ত্রিনয়নী, শ্রী মুখ সৌম্য, মনোহর, সর্ব্ব জনে, সর্ব্ব ভয় হইতে রক্ষিও। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা ভদ্রকালী, তোমার হস্তের ভয়ঙ্কর উগ্র ত্রিশূল, অসংখ্য মহান অসুর নাশক, সেই ত্রিশূল সর্ব্বজনে, সর্ব্বভূত হইতে উদ্ধার / রক্ষা করুক। তব পদে নমি নারায়নি।

মা, তোমার যে ঘন্টা, বিশ্বসংসার পরিপূর্ণ করিয়া দৈত্য তেজ, দর্প বিনাশক, সেই ঘন্টা পুত্রসম সদা সর্ব্বদা, সকলের সর্ব্ব পাপ, তাপ, বিনাশিয়া সবারে রক্ষা করুক। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা ভূবনেশ্বরী চন্ডিকা রূপিনী, তোমার হস্তের যে খড়্গ দৈত্য মেদ রক্ত পঙ্কে চর্চ্চিত, সেই খড়্গ সবার কল্যান করুক। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা, তোমার আশ্রিত জনদের প্রতি তুষ্টা হইয়া তাহাদের সর্ব্ব রোগ, ভয়, বিপদ আপদ হইতে রক্ষা কর, আবার রুষ্টা হইলে সর্ব্ব

© Copyright Klik Infotech

অভিষ্ট নাশ কর। তোমার আশ্রয়েই সবার আশ্রয়। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা অম্বিকা, অগুনিত রূপে মহানাসুর গণদের নাশিলে, বিবেক প্রদীপে, সকল বিদ্যায়, সর্ব্ব শাস্ত্রে, বেদ বাক্যে, তোমারই প্রকাশ, তথপি এই বিশ্ব সংসারে মহা মোহে, মায়ার বাধনে, মহা অন্ধকারে ফেলিয়া ঘুরাইতে, তুমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা রক্ষকুলে, কাল ভূজঙ্গ কবলে, ঘোর দাবানলে, মহাসিন্ধুমাঝে, সর্ব্বক্ষন থাকিয়া সর্ব্বজনে পালন, পোষন কর এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডে। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা ভূবনেশ্বরী, ভক্তি, নম্রচিতে যে তোমার বন্দনা, আরাধনা করে সে তোমারই আশ্রয় পায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তোমারই বন্দনা করেন। হে মা নারায়নি, দুর্গতি নাশিনী, আমাদেরও তথা ত্রৈলোক্যবাসী যত দেব, নরগণ আছে, সবারে রক্ষিয়া তোমার আশ্রয়ে আশ্রয় দিও। তব পদে নমি নারায়নি।

তুমি মা ভূবনেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, বিশ্বাত্মিকা, বিশ্বমুলাধার, নারায়নি, ত্রিলোক বাসী দেব, নরগণদের পূজনীয়া, বরদাত্রী, জগতের পাপ, তাপ, দুঃখ, দারিদ্রতা, দুর্গতি সকল নাশিয়া সবারে রক্ষিও। তব পদে নমি নারায়নি।

দেবী কহিলেন ঃ

''তোমাদের স্তব স্তুতিতে প্রসন্না হইয়া তোমাদের ইচ্ছামত 'বর' দিব। প্রার্থনা কর, যাহাতে জগতের কল্যান হইবে।''

দেবগণ কহিলেন ঃ

''হে মা নারায়নি, যে ভাবে দুর্জ্জন, মহানাসুরদের নাশিয়াছ, সেই ভাবে আমাদেরও সর্ব্ব দিগ্, সর্ব্ব বাধা, বিঘ্ন ও শত্রুদের নাশিয়া রক্ষিও।

দেবী কহিলেন ঃ

''হইবে, হইবে যবে বৈবস্বত মনুর রাজত্ব কাল শেষ হইবে এবং দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিকালে, অষ্টাবিংশ যুগে ঐ শুম্ভ ও নিশুম্ভ, দুর্জ্জয় মহানাসুর দ্বয় অন্য নামে জন্মিবে, তখন আমি নন্দগোপ গৃহে যশোদার জঠরে জন্মিয়া বৃন্দাচলে অবস্থান করিব। এবং ঐ দৈত্যদ্বয়ে নিশ্চিত নাশিব।

পুনর্ব্বার, আমি উগ্রতরা রূপে জন্মিয়া বৈপ্রচিত বংসধর, দৈত্যদ্বয়ে চর্ব্বিতে চর্ব্বিতে নাশিব। তখন আমার দশন রক্তবর্ণ রূপ ধারন করিবে। নরবাসীগণ আমারে ''রক্ত দন্তিকা'' নামে কীর্ত্তন করিবে।

শত বর্ষব্যাপি অনাবৃষ্টিতে জল সম্পর্ক হীন ক্ষিতি-তলে আমি ''অযোনি সম্ভবা'' নামে খ্যাত হইব। সেই সময় শত নেত্রে মুনি ঋষিগণদের দর্শন করিব।

পুনরায় যত দিন বৃষ্টি না হয়, ততদিন আমি নিজ দেহজাত ''জীবন ধারক শাক'' রূপে ভূলোক বাসী, জীবগণদের পালন, পোষণ করিব। তখন ভূলোকবাসী আমারে ''শাকম্বরী'' নামে কীর্ত্তন করিবে।

সেই অবতার কালে, আমিই দুর্গম নামে দুর্জ্জয় মহাসুরে বধিয়া ''দূর্গা'' নামে খ্যাত হইব।

পুনর্ব্বার, হিমাচলে মুনি, ঋষিগণদের রক্ষার্থে আমি ভয়ঙ্কর রূপ ধরিয়া দুর্জ্জয় রাক্ষসগণদের বধিয়া ''ভীমাদেবী'' নামে খ্যাত হইব। এবং তাহারা আমারই স্তব, স্তুতি, আরাধনা করিবে।

এই ভাবে যখন যখন দৈত্য, দানব, রাক্ষসেরা বাধা, বিঘ্ন, পীড়ন, উৎপাৎ করিবে, তখন তখন আমিই ঐ সকল শত্রুগণদের নাশিয়া, সর্ব্ব ভূতে রক্ষিব।

যে সমাহিত চিতে নিত্য আরাধনার মাধ্যমে আমারে স্মরণ করে, তাহার সর্ব্ব বাধা, বিঘ্ন ইত্যাদি সত্বর বিনষ্টিয়া তাহারে রক্ষা করি।

অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশীতে যে মধুকৈটভ নাশন, মহিষাসুর ঘাতন,

© Copyright Klik Infotech

নিশুম্ভ, শুম্ভ নিধন পাঠ করে, তাহার কিছুমাত্র পাপ, তাপ, আপদ, বিপদ, অধর্ম্ম জনিত কোন দুঃখ, শোক, দারিদ্রতা, শত্রুভয়, শস্ত্র ভয়, রাজ ভয়, অগ্নি ভয়, জলপ্রপাত ভয়, প্রভৃতির কোন আশঙ্কা থাকে না। পরম সুখে জীবন যাপন করিবে।

সমাহিত চিতে আমার মাহাত্ম অবশ্যই পঠন ও শ্রবন করিবে, যেহেতু ইহাই শ্রেষ্ঠ স্বস্তয়ন।

আমার মাহাত্ম পঠন ও শ্রবন করিলে, মহামারি জাত যত প্রকারের নানা উপসর্গ, দৈহিক, ভৌতিক, সকল উপদ্রব শান্তি হইয়া থাকে।

যে গৃহে আমার মাহাত্ম নিত্য পঠিত ও শ্রুত হয়, সেই গৃহে আমি সর্ব্বদাই অধিষ্ঠিত থাকি।

বলিদানে, মহোৎসবে, হোম-যজ্ঞাদিতে, অগ্নিকার্য্যে, আমার সমগ্র মাহাত্ম অবশ্যই পঠনীয় ও শ্রবনীয়। অগ্নি, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্যে, আমার সমগ্র মাহাত্ম পঠিয়া সম্প্রদান করিলে, আমি তাহা সানন্দে গ্রহণ করি।

বর্ষে, বর্ষে শারদ মহাপূজায়, যে জন আমার মাহাত্ম পঠন ও শ্রবন করে, তাহার বিন্দুমাত্র ভয়, ভীতি থাকে না। দুস্বপ্ন, সুস্বপ্নে পরিণত হইবে। বালগ্রহ অবিভূত শিশুগণ, শান্তি পাইবে। বিবাদ বিরোধ ঘুচাইয়া মিত্রতা স্থাপিত হইবে। মহাদুষ্টের বল শক্তি বিনাশিবে। রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্ব্বদা, সর্ব্বক্ষণ আমার মাহাত্মের সঙ্গে থাকি।

উত্তম পুস্প, অর্ঘ, ধূপ, দীপ, গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা হোম, যজ্ঞ, অভিষেকাদি, যত সামগ্রী-সম্ভার, অহর্নিশি, বর্ষ ভরিয়া, বিভিন্ন প্রকারের ভোগ আমারে প্রদান করে, আমার মাহাত্ম মাত্র একবার পঠনে, ততোধিক প্রীত হইয়া থাকি।

আমার জন্ম বৃত্যান্ত পঠন ও শ্রবন করিলে, তাহার সর্ব্ব পাপ, সর্ব্ব

ব্যাধি নাশিয়া তাহারে রক্ষাকরি। সমরে আমার চরিত পঠন, শ্রবন করিলে, তাহার শত্রুকৃত কোন ভয় থাকে না।

হে দেবগন, ব্রহ্ম ঋষিগণ, তোমরা, আমার স্তব, স্তুতি করিয়াছ, এবং প্রজাপতি, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাত্ত করিয়াছেন, তোমাদের সকলেরে শুভমতি দান করি।

"অরণ্যে, প্রান্তরে, ঘোর দাবানলে, শত্রু হস্তে, দস্যুর কবলে, মহাশূন্যে, সিংহ, ব্যাঘ্র, বন্য হস্তির তাড়নে, ক্রোধময় নৃপতির মৃত্যু, দন্ডাদেশে, পোত মাঝে, বানজা মাঝে আমার চরিত স্মরণ মাত্রই, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি যত হিংস্র জন্তু আছে, আমার প্রভাবে দুর হইতেই পলায়ন করিবে। বিঘুর্নিত মহারণে, শস্ত্র মুখে, সর্ব্ব ঘোরে আমার চরিত স্মরণ মাত্রেই রক্ষা পাইবে।"

উক্ত বচন কহিয়া, ভূবনেশ্বরী, আদ্যাশক্তি, ভগবতী দূর্গাদেবী পলকে দেবদেহে অন্তর্হীতা হইলেন।

প্রচন্ড বিক্রমাশালি, মহাশক্তিমান, মহাবলবান, মহাবীর্য্যবান, জগত ধ্বংসকারী, দুর্জ্জয় দৈত্যরাজ দ্বয় নিশুম্ভ ও শুম্ভ দেবী হস্তে নিহত দেখিয়া, দেব-রাজ ইন্দ্র সহ সকল দেবগণদের অভিষ্ট প্রপুরিত হইল, এবং আপন, আপন যজ্ঞভাগ, অধিকারাদি ফিরিয়া পাইয়া, সবে সানন্দে ভোগ করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রের অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে প্রবেশিল।

এই ভাবে বিশ্বাত্মিকা, বিশ্বমুলাধার, ভূবনেশ্বরী, ত্রিনেত্রা ভগবতী দেবী নিত্যা বার বার আবির্ভূতা হইয়া, বিশ্বসংসারে সকল, বিপদ, আপদ নাশিয়া সকল জীবেরে পালন, পোষণ করেন। তাহারে পূজা, আরাধনা করিলে, প্রার্থনা করিলে, তিনিই তুষ্টা হইয়া বিজ্ঞা ন, ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন / করিবেন।

প্রলয় সময়ে, মহামারীরূপে, মহাকালী বিশ্বে, ব্রহ্মান্ডে চরাচর করিয়া কালে তিনি মহামারী সংহার করেন, কালে তিনি জন্মহীনে সৃজন,

© Copyright Klik Infotech

পালন, পোষণ করেন , তিনিই সনাতনী, তিনিই দেবী জীবগণদের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশিনী।

মানবের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীরূপে, ধন, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দিয়া থাকেন। আবার তিনিই রুষ্টা হইলে, অলক্ষ্মীরূপে বিনাশও করেন।

ধুপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প প্রভৃতি দ্রব্যে তাহার স্তব, স্তুতি, পূজা পাঠ, আরাধনা করিলে তিনিই ধর্ম্মে মতি, শুভগতি, ধন, পুত্র, পরিবার, পরিজন প্রদান করেন।

হে রাজন, হে বৈশ্য, ইহাই উত্তম ''দেবীর মাহাত্ম'', ভগবতী বিষ্ণুমায়া রূপিনী, এতইপ্রভাবান্বিতা যে, দুর্জ্জয় দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষসগণদের নাশিয়া জগতের সৃষ্টি রক্ষা করেন। তিনিই জগতের কল্যানে জীবগণদের তত্বজ্ঞান প্রদান করেন। নিশ্চই সেই বিষ্ণুমায়া তোমাদেরও মোহিনী মায়ায় মোহিত করিয়াছেন। তোমরা যদি তোমাদের আশা পুরিতে চাহ, তবে তোমরা উভয়ে পরমেশ্বরীর শ্রীপাদযুগলে শরণাগত হইয়া আরাধনা কর।

তোমাদের আরাধনায়, প্রসন্না হইলে, তিনিই দেবী, স্বর্গ মোক্ষ, ধন, সম্পদ প্রদান করিবেন।

দ্বাদশ পর্ব

মার্কন্ডয় কহিলেন ঃ

''শুন হে ভাগুরীমুনি, মহাভাগ মেধসের বাক্য শুনিয়া, রাজা সুরথনাথের ও বৈশ্য সমাধির (উভয়ের) অন্তরে অত্যাধিক বিচলিত হইয়া তীব্র ব্রত পালনের জন্য ঋষিরে যথারিতি প্রনিপাত করিয়া, তপস্যার্থে উভয়ে, নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মান করিয়া, ধুপ, দীপ, গন্ধ ইত্যাদি দ্বারা অগ্নি বিহিত তর্পনে, জগত জননীর দর্শন লাভার্থে দেবীসুক্ত মহামন্ত্র জপে রত হইলেন।

কখন সংযত আহার, কখন অর্ধাহার, কখনও নিরাহার হইয়া

জগত জননীর দর্শন লাভার্থে

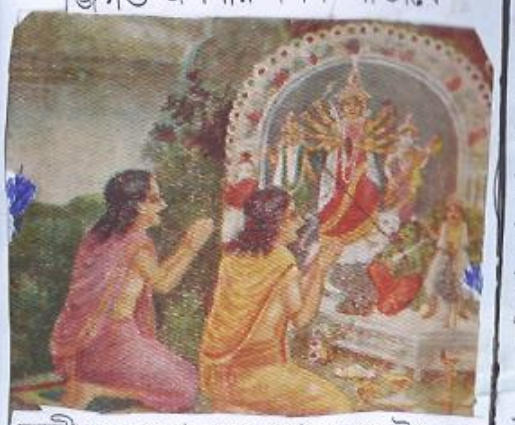

দেবীসুক্ত মহামন্ত্র জপে রত হইলেন

উভয়ে আত্মসিক্ত রক্ত ত্যাজিলেন। তিন বৎসর ব্যাপি উভয়ে আত্ম সংযমন করিয়া দেবীসুক্ত মহা মন্ত্র জপে, ত্রিনেত্রা ভূবনেশ্বরী জগদ্ধাত্রীদেবী পরিতুষ্ঠা হইয়া, স্বশরীরে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া কহিলেন -

''হে রাজন, হে বৈশ্য, তোমাদের উভয়ের সাধনায় আমি পরিতুষ্ঠা হইয়াছি। এখন তোমাদের ইচ্ছামত 'বর' দিব। প্রার্থনা কর।''

রাজা কহিলেন ঃ ''এই জনমে আমি যেন স্ব-বলে আমার হৃত রাজ্য ও রাজত্ব ফিরিয়া পাই। আর জন্ম, জন্মান্তর যেন রাজ্য ও রাজত্ব ভ্রষ্ট না হই।''

বৈশ্য কহিলেন - ''আমার মধ্যে যে আমি, আমি ভাব, আমার আমার ভাব যেন আর না থাকে, ব্রহ্ম জ্ঞান যেন পাই।''

দেবী কহিলেন ঃ হে রাজন, অল্পদিনের মধ্যেই শত্রু নাশ করিয়া তোমার হৃত রাজ্য ও রাজত্ব ফিরিয়া পাইবে। এবং কোন দিনও তোমার রাজ্য ও রাজত্ব স্থলন হইবে না। তুমি দেহ ত্যাগান্তে পুনরায় সূর্য্যদের হইতে সত্বর জন্মিয়া, পৃথিবীর অষ্টম মনু সাবর্নি নামে বিশ্বচরাচরে খ্যাত হইবে।''

''হে বৈশ্য সমাধি, তোমার প্রার্থনা মত, আমার বিধানে, নির্ব্বান মুক্তির হেতু, তোমার তত্বজ্ঞান সম্যক সিদ্ধ লাভ হইবে।''

এই রূপে দেবী, আদ্যাশক্তি, ত্রিনেত্রা ভূবনেশ্বরী, ভগবতী দেবী, রাজা সুরথ নাথেরে ও বৈশ্য সমাধিরে, তাহাদের ইচ্ছামত বর দিলেন।

© Copyright Klik Infotech

এবং উভয়ে, দেবীর স্তব, স্তুতি করিতে লাগিলে, পলকে বিশ্বাত্মিকা, বিশ্বমুলাধার, নারায়নি, ভূবনেশ্বরী, ত্রিণয়নী জগদ্ধাত্রী দেবী, দেব দেহে অন্তর্হিতা হইলেন।

এই রূপে দেবীর প্রত্যক্ষ বরে, রাজা সুরথনাথ দেহ ত্যাগান্তে, সত্বর সূর্য্যদেব হইতে জন্মিয়া, পৃথিবীর অষ্টম মনু, ''সাবর্নি'' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এবং বৈশ্য সমাধি ''মোক্ষ'' লাভ করিয়াছিলেন।

ইতি, অল্পে গল্পে ভূবনেশ্বরী আদ্যশক্তির মাথাত্ম্যম সমাপ্তম্

ওঁ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনাং শক্তিভূতে সনাতনি, গুনাশ্রয়ে গুনময়ে নারায়নি নমোহস্তুতে।

প্রণাম ঃ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে, শরন্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়নি নমোহস্তুতে।

অর্গলা যোগ

জয়ত্বং দেবী চামুন্ডে, জয় ভূতাপহারিনী জয় সর্ব্বগতে দেবী কালরাত্রি নমোহস্তুতে। জয়ন্তি মঙ্গলা কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দূর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা নমোহস্তুতে।।

মধু কৈটভ বিধ্বংসি, বিধাত্রী বরদে নমঃ
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি।।

মহিষাসুর নির্নাশি বিধাত্রী বরদে নমঃ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি।।

ধুম্রনেত্র বধে দেবী ধর্ম্মকামার্থ দায়িনী।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি।।

রক্তবীজ বধে দেবী চন্ডমুন্ড বিনাশিনী।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি।।

নিশুম্ভ শুম্ভ নির্নাশি, ত্রৈলোক্য শুভদে নমঃ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি।।

বন্দিতাঘ্রি যুগে দেবী সর্ব্ব সৌভাগ্য দায়িনী।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি।।

অচিন্তরূপ-চরিতে সর্ব্ব শত্রু বিনাশিনী।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি।।

নতেভ্যঃ সর্ব্বদা ভক্তা চাপর্ণে দুরিতাপহে।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি।।

স্তবেভ্য, ভক্তিপূর্ব্বা ত্বাং চন্ডিকে ব্যাধি নাশিনী।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি।।

চন্ডিকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তি, পাপ নাশিনী।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি।।

© Copyright Klik Infotech

দেহি সৌভাগ্যমারিগং, দেহি দেবী পরম সুখম্ ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
বিদেহি দেবী কল্যানং, বিদেহি বিপুল শ্রিয়ম ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
বিদেহি দ্বিষতাং নাশং, বিদেহি বলমুচ্চকৈ ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
সুরাসুর শিরোরত্ন নিঘৃষ্ট চরনাম্বুজে ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
বিদ্যাবন্তং যশোবন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
দেবী প্রচন্ড দোর্দ্দন্ত দৈত্য দর্প নিষুদিনী ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
চতুর্ভূজে, চতুর্বক্ত সংস্তুতে পরমেশ্বরী ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবী শশদ্ভক্তা সদাম্বিকে ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
হিমাচল সুতানাথ সংস্তুতে পরমেশ্বরী ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
ইন্দ্রানী পতি সদ্ভাব পূজিতে পরমেশ্বরী ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
দেবী ভক্ত জনোর্দ্দাম দত্তানন্দোদয়ম্বিকে ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
ভার্য্যা মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তামনু সারিনী ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।
তারিনী দূর্গ সংসার সাগরস্য চলোদ্ভবে ।
রূপংদেহি, জয়ংদেহি, যশোদেহি দ্বিষো জহি ।।

আদ্যাস্তোত্রম্

ব্রহ্ম উবাচ

শৃনু বৎস প্রবক্ষামি আদ্যাস্তোত্রম্ মহা ফলম
যঃ পঠেৎ সততং ভক্তা স ত্রব বিষ্ণু বল্লভ,
মৃত্যু ব্যাধি, ভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিত কলৌযুগে,
অপুত্রো লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষ শৃনুয়াদ যদি
দ্বৌ মাসৌ বন্ধনামুক্ত বিপ্রবক্তাৎ শৃনোতি চেৎ,
মৃত বৎসা জীব বৎসা যন্মাসান শৃনুয়াদ যদি,
নৌকায়াং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়-মাপ্নুয়াৎ,
লিখিত্বা স্থাপয়েদ গেহে নগি,চৌর ভয়ংক্বচিৎ
রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্না সর্ব্ব দেবতাঃ,
পাপনি বিলয়ং যন্তি মৃতৌ মুক্তিম-বাপ্নুয়াৎ,
ওঁ হ্রীং বস্মানী ব্রস্মালোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্ব মঙ্গলা,
ইন্দ্রানী অমরাবত্যামম্বিকা বরুনালয়ে,
যমালয়ে কালরূপা কুবের ভবনে শুভা,
মহানন্দা-গ্নিকোনে বায়ব্যাং মৃগবাহিনী,
নৈঋত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশ্যান্যাং শূল ধারিনী,
পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেব মোহিনী,
সুরসা চ মনিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা,
রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে,
বিরজা ঔর দেশে চ কামাখ্যা নীল পর্ব্বতে,
কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী,
বারানস্যামন্ন-পূর্না গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী,
কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা,

© Copyright Klik Infotech

দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং সুরেশ্বরী,
ক্ষুধা ত্বং সর্ব্ব ভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ,
নবমী কৃষ্ণ পক্ষস্য শুক্ল-সৈকাদশী-পরা,
দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী,
রামস্য জানকী ত্বং হি রাবন ধ্বংস কারিনী,
চন্ড মুন্ড বধে দেবী রক্তবীজ, বিনাশিনী
নিশুম্ভ শুম্ভ মথিনী মধু কৈটভ ঘাতিনী,
বিষ্ণু ভক্তি প্রদা দূর্গা সুখদা, মোক্ষদা সদা,
ইদমাদ্যাস্তবং পূনং যঃ পঠেৎ ভক্তি সংযুত,
ইহ সর্ব্ব সুখং ভূক্তা ততো যাতি পরম পদম,
সর্ব্বজ্বর ভয়ং নস্যাৎ সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশনম,
কোটি তীর্থ ফলং তস্য লভ্যতে নাত্র সংশয়,
জয়া মে চাগ্রত পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ,
নারায়নি শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহ বাহিনী,
শিবদূতী উগ্রচন্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী,
বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা,
চক্রিনী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণ-প্রিয়া,
দূর্গা জয়ন্তীকালী ভদ্রকালী মহোদরী
নারসিংহী চ বারাহি সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা
ভয়ঙ্করী মথারৌদ্রী মহাভয় বিনাশিনী ।

জগদ্ধাত্রী স্তোত্রম্

শিব উবাচ

আধার ভুতে চা-ধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে ।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ।।
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তি বিগ্রহে ।
শাক্তাচার প্রিয়ে দেবী জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ।।
জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপুজিতে ।
জয় সর্ব্বগতে দূর্গে, জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ।।
পরমানু স্বরূপে চ দ্বানুকাদি স্বরূপিনী ।
স্থুলাতি স্থুলরূপে চ জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ।।
সুক্ষাতি সুক্ষরূপে চ প্রানাপানাদি রূপিনী ।
ভাবাভাব সরূপে চ জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ।।
কালাদি রূপে কালেশে কালাকাল বিভেদিনী ।
সর্ব্ব স্বরূপে সর্ব্বজ্ঞ জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ।।
মহাবিদ্যে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে ।
প্রপঞ্চ সারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রী নমোস্তুতে ।।
অগম্যে জগতামাদ্যে মাহেশ্বরী বরাঙ্গনে ।
অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ।।
দ্বিসপ্ত কোটি মন্ত্রানাং শক্তিরূপে সনাতনি ।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপে চ জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ।।
তীর্থ যজ্ঞ তপোদান যোগসারে জগন্ময়ি ।
ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ।।
দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখ মোচনি ।
সর্ব্বাপত্তারিকে দূর্গে জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ।।
অগম্যধাম ধামস্থে মহা যোগীশ হৃৎপুরে ।
অমেয় ভাব কুঠস্থে জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ।।

© Copyright Klik Infotech

পরিশিষ্ট

''বাংলা ভাষায় এটাই প্রথম লেখা, সংক্ষেপে ও গল্পের মাধ্যমে দুর্গা / চন্ডিকা দেবীর মাহাত্ম্যে অনেক অজানা বিষয়, জানিতে ও বুঝিতে পারিলাম। দেবীর মাহাত্ম্য, গল্পটি অতীব প্রশংসনীয় ও পাঠ্য।''

— শ্রীমতি ইভা রায় মৌলিক, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা, আসামমোড়, জলপাইগুড়ি

উদ্বোধক ঃ শ্রী রণজিৎ চক্রবর্তী, বীরপাড়া দেবীগড় পল্লী মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত নিত্য পূজারী

এবং

শ্রী রবি চক্রবর্ত্তী, রামঝোড়া বাজার কালী মন্দিরের এবং মাক্রাপাড়া কালীমন্দিরের নিত্য পুজারী কতৃক উচ্চ প্রশংসীত।

এবং

শ্রীমতি কল্যাণী (পারুল) রায়, আসামমোড়, জলপাইগুড়ি।
কতৃক উচ্চ প্রশংসীত।

কম্পুটারে ঃ সুলেখা প্রিন্টার্স, প্রযত্নে ঃ শ্রী অনির্বাণ সরখেল, বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার

পাঠান্তে / পাঠান্তে আপনার 'মতামত' জানাইলে বাধিত হইব।

— Missed Call : 7602956174

© Copyright Klik Infotech

অল্পে গল্পে ভুবনেশ্বরী

(আদ্যাশক্তির মাহাত্ম্য)

সেবক - মনোরঞ্জন বিশ্বাস

© Copyright Klik Infotech